

যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের কাছে সিঙ্গাপুর অনুপ্রেরণা : প্রধানমন্ত্রী

সিঙ্গাপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের কাছে সিঙ্গাপুর হল অনুপ্রেরণা। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, আপনার উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের পর এটি আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেছেন, আমি আশ্বিনাশী যে ৪জি-এর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে। সিঙ্গাপুর শুধুমাত্র একটি অংশীদার দেশ নয়। সিঙ্গাপুর প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুপ্রেরণা। আমরা ভারতে অনেক সিঙ্গাপুর তৈরি করতে চাই। আমি খুশি যে আমরা এই দিকে যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের মধ্যে যে মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল স্থাপিত হয়েছে তা একটি পাথরেকিং মেকানিজম। দক্ষতা, ডিজিটাইজেশন, গতিশীলতা, উন্নত উৎপাদন, এআই, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সংযোগিতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এদিন শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা, তরুণ মনন গঠনকারী সকল শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি উপলক্ষ। উত্তর রাধাকৃষ্ণগের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণ-এর জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ‘শিক্ষক দিবস’ হিসাবে পালিত হয়। ‘ উপাধি বিভূতি’র প্রাপ্তা শিক্ষাবিদা মহান দার্শনিক, আদর্শবান বিচারক ছিলেন ডঃ রাধাকৃষ্ণগ। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন বাণী, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ এবং অদ্বৈত বেনাস বাদ রচয়িতা দার্শনিক।

১৪০ কোটি মানুষ শক্তি ও সম্পদ, এই মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি: নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : দেশের ১৪০ কোটি মানুষই শক্তি ও সম্পদ, এই মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডার কথায়, ১৪০ কোটি মানুষ আমাদের শক্তি ও সম্পদ, এটিই আমাদের চিন্তাধারা। ১৪০ কোটি মানুষের গুণগত অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যায়। তা বিজেপির সর্বদা লক্ষ্য ছিল। নাড্ডা এদিন দিল্লিতে ভারত ২৪-এর স্বাস্থ্য ভারত সম্মান কনফ্রেন্সে ভাষণ দেন। তিনি বলেছেন, আমরা মাঘের পনম মেসে বিশ্বাস করি। আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি, ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশু যেন একটি সুস্থ মন এবং সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে। শিশুদের মনের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকারের সমন্বিত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে মোদিজি গুজরাটে তার অভিজ্ঞতা এবং ইতিবাচক ফলাফলের পরে, ভারতের স্বাস্থ্য নীতিতে সংস্কার আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি একটি সামগ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির সিদ্ধান্ত নেন এবং একটি ব্যাপক স্বাস্থ্য নীতি নিয়ে আসেন।

‘রাজার মতো আচরণ করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী’, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ড সরকারের এক আধিকারিক নিয়োগ মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। শীর্ষ আদালত বলল, আমরা আর সামন্ত যুগে নেই। মুখ্যমন্ত্রীর রাজার মতো আচরণ করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের সাফ কথা, সবাইকে জনতার আশ্রয়স্থলে প্রধান দিতে হবে। বিতর্কের সূত্রপাত উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্কর সিং ধামির এক বিতর্কিত আইএফএস অফিসারকে রাজ্যে টাইগার রিজার্ভের ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করাতে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, রাজ্যের বনমন্ত্রী ওই বিতর্কিত আইএফএস আধিকারিকের নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন। বন দপ্তরের সচিব, সহ সচিবরাও ওই



ক্ষমতা বলে কার্যত জোর করে ওই আধিকারিককে রাজ্যে টাইগার রিজার্ভের ডিরেক্টর করেন। সেই নিয়েই মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় শীর্ষ আদালত বলছে,

পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল, ২০২৪

‘অপরিজিতা’ বিলের প্রতিলিপি মোদি-শাহের কাছে পাঠাচ্ছেন স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : রীতিতে নেই। তাও রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া ‘অপরিজিতা’ নারী ও শিশু বিলের (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল, ২০২৪) প্রতিলিপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পাঠাচ্ছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া রীতি মেনে বিলটি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের কাছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় ‘অপরিজিতা’ নারী ও শিশু বিল’ (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল, ২০২৪)। সেখানে বলা হয়েছে, নির্ধারিতার শরীরে যদি একাধিক অঘাতের চিহ্ন থাকে, এমনকী অত্যাচারের ভয়াবহতায় নির্ধারিতা যদি কোমায় চলে যান বা চৈতন্য হারা পড়েন, তবে সেক্ষেত্রে দোষ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড হবে অপরধারী। ধর্ষণের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তির কথাও বলা আছে বাংলার বিলে। রীতি অনুযায়ী, বিধানসভায় পাশ হওয়া যে কোনও বিল পাঠানো হয় রাজ্যবনে। সেই বিলে রাজ্যপাল স্বাক্ষর করলে তা আইনে পরিণত হয়। রাজ্যপাল যদি বিল নিয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেন না পারেন তাহলে সেটি রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠাতে পারেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিলের প্রতিলিপি পাঠানোটা নিয়ম নেই। তবে



এটা চাপ বাড়ানোর কৌশলও হতে পারে। ‘অপরিজিতা’ বিল পেশের দিন বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দায়িত্বশীল বিরোধী হিসাবে বিলটিকে পাশ করতে সাহায্য করবেন তাঁরা। এটিকে আইনে পরিণত করার দায়িত্ব সরকারের। আবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘বিরোধী দলনেতা রাজ্যপালকে বলুন বিলে তাড়াতড়ি অনুমোদন দিতো’ কিন্তু রাজ্যপাল বিল পাশে গড়িমসি করতে পারেন, বা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার লবিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সঠিক সময়েই ধর্ষণের ঘটনায় মত পাওয়া গেছে। একাংশ পক্ষে আবার একাংশ বিপক্ষে। সুতরাং আগে কড়া সাজা থাকলে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ধরা পড়লেও এই মুহূর্তে সাজা যোগ্য নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারতো না।

আল্হি সম্মেলনযোগ্যী করে তেলার সঠিক সময় দেশের অন্যান্য রাজ্যের ও এ থেকে পথ অনুসরণ করা উচিত বলে তাঁর অভিমত। ফাঁসির বিষয়ে দুরকম মত পাওয়া গেছে। একাংশ পক্ষে আবার একাংশ বিপক্ষে। সুতরাং আগে কড়া সাজা থাকলে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ধরা পড়লেও এই মুহূর্তে সাজা যোগ্য নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারতো না।

শুভেন্দুর চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতার সিপি বিনীত গোয়েলের অস্বস্তি বাড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। তাকে নিয়ে এবার সটান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি লিখলেন বিরোধী শুভেন্দু অধিকারী। জানা গিয়েছে, কলকাতার বর্তমান পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে দেওয়া রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক ও পুলিশ পদক প্রতীহারের আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন শুভেন্দু অধিকারী।

সঞ্জয়ের বহু বয়ান বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে দাবি সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : সঞ্জয়ের বক্তব্য সেমিনার হলে মহিলা চিকিৎসককে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। ভাকতে গিয়ে দেখি মৃত্যু হয়েছে তাঁরা। পলিগ্রাফ পরীক্ষা চলাকালীনও সিবিআইকে বিভ্রান্তিতে

চিকিৎসক দিবসেই সন্দীপ ঘোষকে সে দূর থেকে দেখেছে। যদিও তার বহু বয়ান বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না বলে দাবি সিবিআইয়ের। জেল হেফাজতে থাকাকালীনই সিবিআই অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করে।



ফেলার চেষ্টা করে আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। সিবিআইয়ের সূত্র বলছে, জোরার সময়ও তার বক্তব্যে ঘনিষ্ঠ বহু অসঙ্গতি। তবে সঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠ ও ‘বন্ধু বলে পরিচিত কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অনূপ দত্তর নাম শুনেই তরুণী চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ব্যাপারে সে কিছু জানে না। তাকে সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করতেও সঞ্জয় সাফ সিবিআইয়ের কাছে দাবি করে যে, সে তাকে চিনতই না। শুধুমাত্র

নিজেদের হেফাজতে সঞ্জয়কে জেরা করে বেশ কিছু তথ্য পায় সিবিআই। সিবিআইয়ের দাবি, তখনও সঞ্জয় রায় বিভ্রান্তভাবে সিবিআই আধিকারিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সে আধিকারিকদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে, পুলিশ তাকে হুমকি দেওয়ার কারণে অনেকে কিছু বলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তরুণী চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ব্যাপারে সে কিছু জানে না। তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। এমনকী, সিবিআইয়ের কাছে সঞ্জয় দাবি করে যে, তার সন্ধানে সিবিআই চতুর্থ ব্যাটালিয়নে যাননি। তাকে আর জি

কর ফাঁড়িতে পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছিল। সেখানে সাক্ষীর সামনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর চতুর্থ ব্যাটালিয়নে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণ সে নিজের জামাকাপড় ও জুতো কেটে পরিস্কার করে দিয়েছিল। সাত তাড়াতড়ি কেন সে জামাকাপড়, এমনকী জুতো ও কাচতে গেল, সেই ব্যাপারে তার বয়ানে ছিল অসঙ্গতি। যেহেতু সঞ্জয়ের বয়ানে বহু অসঙ্গতি ও ধন্দ রয়েছে, তাই সেগুলি যাচাই করতেই লাই ডিটেক্টরের সামনে বসিয়ে তার পলিগ্রাফ পরীক্ষা নেন সিবিআই আধিকারিকরা। সিবিআইয়ের সূত্র আরও বলছে, প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরই একটি বিশেষ ঘরে সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাকে পরপর দশটি প্রশ্ন করা হয়। প্রথমে তার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন সিবিআই আধিকারিক ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এর পর তাকে তদন্তের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর জি কর হাসপাতালের চারতলায় ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে সে কী ঘটনা ঘটিয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে সিবিআই ও ফরেনসিককে সঞ্জয় রায় জানায়, তারই এক সহকর্মীর বাবা আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁকে খুঁজতেই সে বিভিন্ন তলায় যায়। ট্রমা কেয়ার ও অপারেশন থিয়েটারগুলিতে ওই রোগীকে খুঁজতে থাকে সে। সেই সূত্র ধরেই সঞ্জয় পৌঁছে যায় চারতলার সেমিনার কক্ষে।

আদানি গোষ্ঠীর ৪৫ হাজার কোটি টাকা মকুব! কেন্দ্রকে বিঁধে প্রতিবাদ ব্যাঙ্ক কর্মীদের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : পুনরায় আদানি প্রীতি ভালোবাসা দেখিয়ে কাঠগড়ায় উঠল কেন্দ্রীয় সরকার! এবার অভিযোগ রীতিমতো বিস্ফোরক। কংগ্রেসের দাবি, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার দেউলিয়া আইনের অপব্যবহার করে আদানি গোষ্ঠীর অধীনস্থ ১০টি ধুকতে থাকা সংস্থার প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে কেন্দ্র। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক হ্যান্ডেলে দাবি করেছেন, দেশের আনয়ন বড় ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়ন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন জনসমক্ষে থাকা তথ্যের মাধ্যমে ফাঁস করে দিয়েছে, কীভাবে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত ১০টি সংস্থার থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা মাত্র ১৬ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে মকুব করে দেওয়া হয়েছে।



দেওয়ায় ব্যাঙ্কগুলিকে অত কম টাকা নিতে বাধ্য করা হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের দাবি অনুযায়ী, টাকা দিতে না পারায় দেউলিয়া আদালতে থাকা ১০টি সংস্থার ৬১,৮৬২ কোটি টাকার বকেয়া ঋণ মাত্র ১৫,৯৭৭ কোটিতে রফা করেছে ঋণদাতা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি। অর্থাৎ মকুব করে দেওয়া হয়েছে ৪৫৮৫৫ কোটি

টাকা। সবটাই করা হয়েছে আদানি গোষ্ঠী এই সংস্থাগুলি অধিগ্রহণ করার পর। ওই ব্যাঙ্ক কর্মীদের সংগঠনটির দাবি, ওই ১০টি সংস্থা খণ্ডে ৪২ সংস্থার মধ্যে ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি রাজেন নাগরের অভিযোগ, মোদি সরকার সন্তুষ্ট সব উপায়ে আদানিদের সাহায্য করছে। সেজন্য দেউলিয়া আইনকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকসান সহ্য করতে বাধ্য করা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র আদানিদের উপর সদয় অর্থাৎ, সাধারণ নাগরিকদের উপর খড়গহস্ত। অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম টাকা না থাকায় সাধারণ গ্রাহকদের থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হচ্ছে, অর্থাৎ আদানিদের হাজার হাজার কোটির ঋণ মকুব করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোদি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অবশেষে স্বীকার করল আমেরিকা! গত সপ্তাহেই বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শুরু করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, এরকম একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হয়। তাঁদের ফোনলাপে উঠে আসে বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের প্রসঙ্গও। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন নয়া মোদি। এনিময়ে মারিডিল্লির দেওয়া বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়। কিন্তু মোদি-বাইডেন আলোচনার পর আমেরিকার তরফে বাংলাদেশ নিয়ে কোনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ

যায় হোয়াট হাউস। যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। গত সপ্তাহের সোমবার বাইডেনকে ফোন করেন মোদি। আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে দুজনের মধ্যে কথা হয়। তার পরই হোয়াইট হাউসের দেওয়া বিবৃতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এর প্রায় এক সপ্তাহ পর বাংলাদেশ ইস্যুতে মোদি-বাইডেন ফোনলাপ নিয়ে মুখ খুলল আমেরিকা। বুধবার হোয়াইট হাউসের জার্মান নিরাপত্তা যোগাযোগ উপদেষ্টা জন কিরবি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। ভবিষ্যতে সেদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ

করেছেন। এবং তাঁর এই চিন্তা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। এই বিষয়টি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে



ফোনে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। দুজনেই এনিময়ে নিজেদের মত বিনিময় করেছেন। উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসেই বড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে বাংলাদেশে। ব্যাপক গণ আন্দোলন, প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষকরা পথপ্রদর্শক শক্তির স্তম্ভ, সমাজের মেরুদণ্ড : মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, শিক্ষকরাই আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তির স্তম্ভ। মুখ্যমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, শিক্ষক দিবসের এই শুভ মুহূর্তে, মহান পণ্ডিত ও ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণগের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, আমি বিনয়ের



সঙ্গে তাঁর মহান উদ্ভাবনিকারকে স্মরণ করছি এবং একই সঙ্গে সমগ্র শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, আমাদের শিক্ষকরা আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তির স্তম্ভ। তাঁরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। আমাদের গঠনমূলক বছরগুলিতে, এমনকি পরবর্তীতেও আমাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকব। আমাদের বাবা-মা ছাড়াও, তাঁরাই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁদের সামনে আমরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। এই বিশেষ দিনে সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র এবং অশিক্ষক কর্মীদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভ শিক্ষক দিবস!

প্রতিবাদের আড়ালে কোন উদ্দেশ্যসাধন? প্রশ্ন কুণালের

শ্যামবাজারে পুড়ল তৃণমূলের পতাকা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ৫ সেপ্টেম্বর ফের রাত দখলের সাক্ষী ছিলেন কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহারবাসী। তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবাদ রাত জেগেছে সহ নাগরিকরা। সুবিচারের দাবির মাঝেই কেউ কেউ নিজ নিজ



স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করছেন বলে বার বার অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার খাস কলকাতায় দলীয় পতাকা পোড়ানোর ভিডিও পোস্ট করে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের মিডিয়া কমিটির সদস্য কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষের এক্স হ্যান্ডেলে ও ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, শ্যামবাজারে তৃণমূলের পতাকায় পোড়ানো হচ্ছে। কয়েকজন যুবক এই কাজ করছেন। সঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে কখনও দলের পতাকা পোড়ানো হয় না। আমরাও কখনও পোড়াইনি, এসব সমর্থন করি না। অথচ কাল রাত্তি শ্যামবাজারে কিছু ছেলে এটা করল।’ এর পরই তার তপ্ত, ‘নাগরিকদের আগে, প্রতিবাদের সুযোগে অন্য উদ্দেশ্যসাধন চলছে। নাগরিক প্রতিবাদকে সমর্থন। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা পোড়ানোর প্রতিবাদটাও হোক।’ প্রসঙ্গত, তৃণমূল নেতৃত্ব স্বার বার বলেছে, ‘অভ্যার সুবিচারের দাবিতে নাগরিক আন্দোলনের পাশে আছে তারা। কিন্তু জোড়ফুল শিবিরের অভিযোগ, আমজনতার আবেগকে হাতিয়ার করে রাম-বাম জোট ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা চলছে। আর শ্যামবাজারের ঘটনা সেই ‘নোংরা রাজনীতি’র প্রতিকলন বলেই দাবি করেন তৃণমূলে নেতা।

ভারতে ধর্ষণের মামলায় ১০ জনের মধ্যে সাজা মাত্র ৩ জনের!

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণ, স্ত্রীলতাহানি, নারী নির্যাতন। এদেশে এসব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। অর্থাৎ এ হেন সামাজিক ব্যাধির কোনও ওষুধ এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি কোনও সরকারই। পরিসংখ্যান বলছে, ধর্ষণের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তিও দ্রুত করা সম্ভব হয় না। এমনকী কড়া শাস্তির বিধান থাকলেও ৭০ শতাংশ অভিযোগেই প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান অভিযুক্ত। এনসিআরবির তথ্য বলছে, এদেশে ধর্ষণ বা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যাটা চূড়ান্ত উদ্বেগজনক। ঠিক ততটাই উদ্বেগজনক এই ধরনের মামলাগুলিতে সাজাপ্রাপ্তের হার। পরিসংখ্যান বরাব্রে, দেশের প্রতি দেড় হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও না কোনও অপরাধের শিকার। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে প্রায় ৬৭ জনকে কোনও না কোনও অপরাধের শিকার হতে হয়েছে। অত্যাশঙ্কিত ২০২২ সালের। এনসিআরবির দেওয়া পরিসংখ্যান (২০২২)ে ঘটনা বিচারাদীন বিচার শেষ সাজাপ্রাপ্তের শতকরা হার, স্ত্রী বা আত্মীয়দের -৮,৫২, ৫৯৮-৪৬, ৯৯৬-১৭.৭ অত্যাশঙ্কিত স্ত্রীলতাহানি-৫,৪৮, ১৫৪-৩১, ৪৬৩-২৫.৬ শিশুদের বিরুদ্ধে-২,৬১, ৭৬১-২৭, ৬১৬- ৩১.৭ যৌন অপরাধ -ধর্ষণ ১,৯৮, ২৮৫ - ১৮, ৫১৭- ২৭.৪ গণধর্ষণ, ধর্ষণ করে খুন- ১,৩৩৩-৬২, ৬৯.৪ ধর্ষণের চেষ্টা - ২০, ৮৫২- ৯৫৭, ২০.১ ইউজিডিং ৫২, ১১৩, ২, ৮২৬, ১৮.৫ অ্যাসিড হামলা-৬৮২, ৩২, ৫৩.১। পণের দাবিতে- ৬০, ৫৭৭, ৩, ৬৮৯ ৩৩.৪ অত্যাচারে মৃত্যু। মেয়েদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধে এখনও দেশের শীর্ষে রাজধানী দিল্লি। এর পরেই রয়েছে হরিয়ানা, রাজস্থান, ওড়িশা, তেলঙ্গানা। সে তুলনায় মেয়েদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারে খানিকটা ভালো জায়গায়, নাগাল্যান্ড, মিজোরামের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলি।

হাউসের দেওয়া বিবৃতি নিয়ে। যেখানে বাংলাদেশের কোনও উল্লেখই করা হয়নি। পরো বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয় শুধুমাত্র ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে। চলমান এই যুদ্ধ নিয়ে মোদি-বাইডেনের মধ্যে কী কথা হয়েছে বিস্তারিত জানানো হয় সেনিয়েই। এর পরই বাংলাদেশের সম্পর্কে আমেরিকার এই অফিসো বা উদাসীনতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় আন্তর্জাতিক মহলে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে জানিয়েছেন, দিল্লির বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে সেখানে হোয়াইট হাউস কীভাবে বাংলাদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে গেল? উঠতে শুরু করে এরকম নানা প্রশ্ন। বিশ্লেষকদের বাংলাদেশের প্রসঙ্গের

কিন্তু বিতর্ক দানা বাঁধে হোয়াইট হাউসের দেওয়া বিবৃতি নিয়ে। যেখানে বাংলাদেশের কোনও উল্লেখই করা হয়নি। পরো বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয় শুধুমাত্র ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে। চলমান এই যুদ্ধ নিয়ে মোদি-বাইডেনের মধ্যে কী কথা হয়েছে বিস্তারিত জানানো হয় সেনিয়েই। এর পরই বাংলাদেশের সম্পর্কে আমেরিকার এই অফিসো বা উদাসীনতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় আন্তর্জাতিক মহলে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে জানিয়েছেন, দিল্লির বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে সেখানে হোয়াইট হাউস কীভাবে বাংলাদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে গেল? উঠতে শুরু করে এরকম নানা প্রশ্ন। বিশ্লেষকদের বাংলাদেশের প্রসঙ্গের

রাত দখলের রাতে ছুটে বেড়ালেন শারীরিক নিগ্রহের শিকার এক মহিলা



সুদেষা মন্ডল, **জয়নগর**, **৫ সেপ্টেম্বরঃ** বুধবার অভয়া়ার সুবিচারের দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাত দখল কর্মসূচিতে নেমেছিলেন এলাকার মানুষজন। কার্যত জনজীবন স্তব্ধ করে হয়ে গিয়েছিল কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সমন্ত জায়গা। আর সেই রাত দখল কর্মসূচিতেই একের পর এক হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে হয়রানির

শিকার হতে হল এক রুগী ও তার পরিবারকে। সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলা থানা এলাকার বছর পঞ্চাশের এক মহিলাকে এলাকারই এক বছর ত্রিশের যুবক শারীরিক নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। অসুস্থ বোধ করারায় স্থানীয় নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই মহিলাকে। সেখানে শারীরিক পরীক্ষার নামে

দীর্ঘক্ষণ রাখা হয় মহিলাকে। পরে মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত বারোটার পর সেখানে আসেন মহিলা।

এদিকে খবর পেয়ে এলাকার লোকজন থানায় জড়ো হন। অভিযোগ, এফ আই আর করতে গড়িমসি করে পুলিশ। পরে অনেক রাতে অভিযোগ নেওয়া হয়। এ বিষয়ে এলাকাবাসী জানান, গতকাল যখন ওই ভদ্রমহিলা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় রাস্তার পাশে কয়েকজন দুস্কৃতী আড্ডা মারছিল এরপর ওনাকে ঘিরে ধরে এবং শারীরিক নিগ্রহ করার চেষ্টা করে। আমরা থানায় যেতে প্রথমে থানার পুলিশ গড়িমসি করে এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য। মহিলাদের নিরাপত্তা এই রাজ্যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আমরা চাই পুলিশ এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত করুক এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক।

শিক্ষক দিবস পালিত হলো শ্যামপুর দ্বারকানাথ বালিকা বিদ্যামন্দিরে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, **৫ সেপ্টেম্বরঃ** বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস পালিত হলো শ্যামপুর দ্বারকানাথ বালিকা বিদ্যামন্দিরে। বৃহস্পতিবার **৫ই** সেপ্টেম্বর প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন আর প্রয়াত রাষ্ট্রপতির জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রাক্ষণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন,প্রয়াত রাষ্ট্রপতি তথা শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং একাধিক বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা প্রদান, শিক্ষক দিবস সম্পর্কে আলোচনা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূি, আন্তর্জাতিক বর্জ্য নিঃসরণ ও পরিবেশ উপযুক্ত

সমিতির উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতা মূলক পোষ্টার,ব্যানার নিয়ে ছাত্রীদের এলাকায় বর্ণাঢ়্য রালী সহ নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো শিক্ষক দিবস। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, বর্জ্য পদার্থ থেকে পুনঃ ব্যবহার করে নানাবিধ জিনিস তৈরি করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উপস্থাপন করেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন যে সাধন কুমার ঘোষ, তিনি বর্জ্য পদার্থ নিয়ে পুনরায় উপযোগী করুন নিয়ে আলোচনা করেন,, শ্যামপুর থানার ওসি কৌস্তব কুমার কর্মকার, শ্যামপুর ১নং ব্লকের বিডিও তন্ময় কাষী, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শিল্পা ঘোষাল, শ্রীমতী প্রনতি ঘোষ,বিদ্যালয়ের পরিচালন

সমিতির সভাপতি কৌশিক পাল সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগন। অপরদিকে দ্বাদ্দিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে উলুবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষক দিবস, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা, এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়,আলোচ্য বিষয় ছিল শিশু শিক্ষার গোড়ার কথা।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিখ্যাত গবেষক ডঃ অদিতি ভট্টাচার্য, তিনি শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে উপস্থিত আলোচনা করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আক্রম হোসেন, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তপন কুমার সেন, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মহাত্মাপুন্ড্রা, অধ্যাপক সিরাজ মল্লিক প্রমুখ।

১৩৫০০ ব্যবহারকারী মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ ‘মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ’ তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এখন পর্যন্ত ৫.৮০ লক্ষের বেশি **Android** এবং ১৩৫০০ টিরও বেশি **iOS** ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (**CRIS**) দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। এই অ্যাপটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা **QR** কোড ভিত্তিক টিকিট যেকোন সময় যেকোন স্থান থেকে বুক করতে সক্ষম করেছে। যাত্রীরা সর্বোপরি সুবিধার জন্য, মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপটি **০৫.০৩.২০২২** তারিখে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে এবং **২২.০৩.২০২৪** তারিখে প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছিল।

০৪.০৯.২০২৪ পর্যন্ত, **৫.৮০** লক্ষেরও বেশি ব্যবহারকারী থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং **১৩৫০০** টিরও বেশি **iOS** ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যানগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন।উল্লেখ্য যে মেট্রো যাত্রীরা এখন মেট্রোতে লেনদেনের ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করছেন।

হাতে বাটি নিয়ে ভিক্ষায় এমএসকিউএফ শিক্ষকেরা, দাবি স্থায়ী নিয়োগের

হাওড়া, ৫ সেপ্টেম্বরঃ শিক্ষক দিবসে যখন গোটা দেশ শিক্ষক সমাজকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যস্ত, সেই সময় হাতে বাটি নিয়ে ভিক্ষা করতে পথে নামেনে পশ্চিমবঙ্গের এমএসকিউএফ (ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) এর চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকেরা। বৃহস্পতিবার, হাওড়া স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বাটি হাতে ভিক্ষা করে এই শিক্ষকেরা তাদের প্রতিবাদ জানান। এমএসকিউএফ শিক্ষকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ক্ষয়তরের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের নিয়োগ করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে তারা অত্যন্ত স্বল্প বেতনে কাজ করছেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, এই স্বল্প বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সময় বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা অনিয়মের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। অধিকাংশ শিক্ষকেরই বেতন বেশ কয়েক মাস ধরে বকেয়া। এছাড়া, নিয়মিতভাবে তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হয়, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ছাঁটাই করা হয় বলে অভিযোগ করছেন তারা। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যে প্রায়

২১০০ জন এমএসকিউএফ শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। অতীতে প্রায় ২১৮ জন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাঁটাই হয়েছেন, যাদের পুনর্বহালের দাবিও আজ পশ্চত পূরণ হয়নি। সোলমি মণ্ডল, একজন এমএসকিউএফ শিক্ষক, জানান, “আমাদের মত শিক্ষিত মানুষের জীবিকা এভাবে অনিশ্চিত করে রাখা হয়েছে, আমাদের বেতন নেই, সামাজিক সুরক্ষার কোনো সুযোগ নেই। এভাবে চলতে হলে শিক্ষা কার্যই ভালো।” শুভদীপ জৈমিক, আরও এক এমএসকিউএফ শিক্ষক বলেন, “আমরা হুবহা আমাদের দাবিগুলি জানিয়েছি, কিন্তু ৩৭ মাস কেটে গেলেও এখনও কোনো সুরাহা হয়নি। এভাবে শিক্ষকতার চেয়ে ভিক্ষা করা অনেক ভালো। এমএসকিউএফ শিক্ষকদের প্রধান দাবি হলো সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে স্থায়ীকরণ। পাশাপাশি, মালিসাহ সকল শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বেতন কাটামোর পরিবর্ধন, ছাঁটাই হওয়া ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টদের পুনর্বহাল এবং অবিলম্বে তাদের বকেয়া বেতন মেটানো। শিক্ষকদের কথায়, “শিক্ষিত হয়েও আমাদের এভাবে যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, এ জীবন আর চাই না।

বিকাশ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন, একাধিক ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর

বিধাননগর, ৫ সেপ্টেম্বর **ঃ** শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আর জি কর মেডিকেল কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, এই কারণসেই এবারের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বিকাশ ভবনে আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণত প্রতি বছর শিক্ষক দিবসে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়, তবে এবছর সেই অনুষ্ঠান কিছুদিন পরে আয়োজন করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আরও ঘোষণা করেন, রাজ্যের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের জন্য একটি নতুন হোয়াটসঅ্যাপ হেঙ্গলাইন চালু করা হয়েছে। এই হেঙ্গলাইনের মাধ্যমে তারা তাদের অভিযোগ বা সমস্যা নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হল ৯০৮৮৮৮৫৫৪৪। ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে

যারা এই অভিযোগগুলির বিষয়ে নজরদারি করবে। পেনশননের বিষয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এর আগে যেসব শিক্ষক টানা ছয় বছর কাজ করার পর পেনশন পেতেন না, তাদের আদালতে যেতে হতো। এবার থেকে যারা টানা দশ বছর ধরে কাজ করছেন, তাদের উচ্চ আদালয়ে যেতে হবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরই তাদের অবসর ভাতা প্রদান করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রগুলি ডিজি লোকারে সংরক্ষণের নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও যুগিগ্ন নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিসি টিভি স্থাপনের জন্য আবেদন জানান তিনি।

তিনি বলেন, “আর জি কর কান্ডের পর আমরা স্কুলগুলিকে আন্দোলনে বাধা দিইনি, বরং বলোছি আন্দোলন করুন কিন্তু স্কুলের সময়সূচি মেনে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, গতবারের তুলনায় এই বছর কলেজে ভর্তি সংখ্যা



বেড়েছে। তবে কিছু সিট এখনও খালি রয়েছে যার মূল কারণ টেকনিকাল কোর্সে ভর্তির প্রণগতা বৃদ্ধি। ব্রাত্য বসু আন্দোলনরত শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেন, “আন্দোলনে আমার স্বর তাদের সাথে আছে। কিন্তু কেউ কেউ স্বরটা সরকারের দিকে তুলছেন। এখানে সবাই বললে

চলবে না, কেউ বলবে, কেউ শুনবে।

আমি শুনছি। কেন্দ্রের পুরস্কার ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “যারা রাজ্য সরকারের পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন, আশা করি কেন্দ্র সরকার যদি এমন কিছু করে, তখন তারা কেন্দ্রের পুরস্কারও ফেরত দেবেন।

অবৈধভাবে আধার কেন্দ্র খুলে ব্যবসা ফেঁদে বসার অভিযোগ

ডোমজুড়ের বিডিও অফিসের কাছে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ধৃত ৪

সুমন আদক, ডোমজুড়, **৫ সেপ্টেম্বরঃ** অবৈধভাবে আধার কেন্দ্র খুলে ব্যবসা ফেঁদে বসার অভিযোগ, ডোমজুড়ের বিডিও অফিসের কাছে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ধৃত ৪। অবৈধ এবং লাইসেন্সবিহীন আধার সেন্টার চালানোর অভিযোগে এদের গ্রেফতার করে হাওড়ার ডোমজুড় থানার পুলিশ। ডোমজুড়ের বিডিও অফিসের কাছেই রমরমিয়ে চলছিল ওই আধার সেন্টার। স্থানীয় মানুষ খবর পেয়ে পুলিশকে জানায়। পুলিশ বাড়ির মালিক সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ছোট্ট ভট্টাচার্য (৩০), সৌমেন্দ্রনাথ কর (২৯), আলিফ গাজি (৩৭) এবং কৌশিক চক্রবর্তী (৫৬)। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেঅইনিভাবে জালিয়াতি করে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে আধার কার্ড তৈরি করত এরা। এই অর্থে কাজের জন্য অভিযুক্তরা ডোমজুড় বিডিও অফিসের পিছনে

কৌশিক বাবুর বাড়িতেই একটি অফিস খোলে। পুলিশ জেরায় এই অপরাধের কথা স্বীকার করেছে ধৃতেরা। পুলিশের জেরায় অভিযুক্তরা জানায়, একটি সোসাল মাধ্যম থেকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে কম্পিউটার পেরিফেরাল, ইউজার নম্বর, পাসওয়ার্ড পাওয়া গিয়েছিল। এর মাধমে আধার সার্ভার লগ ইন করা যায়। এইভাবেই তারা অবৈধভাবে আধার তৈরি এবং আপডেটের কাজ করছিল। কাস্টমারদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে মোটা টাকা নিত এরা। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক আধার কার্ড, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ফিস্কার প্রিন্ট স্ক্যানার, কিপ্যাড, মাউস প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে, এই অসাধু চক্রের বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অনেকদিন ধরে বিভিন্ন লোকজন কৌশিক চক্রবর্তীর বাড়িতে যাতায়াত করছিলেন। এলাকায় এসে লোকজন তাঁর বাড়ি জিজ্ঞাসা



করত। প্রথমে সন্দেহ না হলেও পরে সন্দেহ হওয়ায় কৌশিকের বাড়িতে এলাকার বাসিন্দারা যান। সেখানে দেখা যায় আরও ২ জন ছাড়াও বেশ কয়েকজন বহিরাগত সেখানে রয়েছেন।

তাদের জিজ্ঞাসা করলে জানান এখানে আধার কার্ড তৈরি সহ যাবতীয় কাজ করা হয়। এখানে কিছু বহিরাগতদের দেখে সন্দেহ

শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেতাজির পথ ধরার আহ্বান শুভেন্দুর

কলকাতা, **৫ সেপ্টেম্বর ঃ** আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সময় শাসকের হামলার অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অভিযোগ, এই হামলার সময় মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতিবাদকারীদের লিখিত বার্তাগুলিও মুছে ফেলা হয়। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘শান্তি আর অহিংসার পথ ধরে কিছু হবে না। নেতাজির পথ ধরতে হবে, তবেই আমরা শাসকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘রাজ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা কঠিন হয়ে উঠেছে, তাই নেতাজির পথ অনুসরণ করাই এখন আমাদের একমাত্র বিকল্প। গণতন্ত্র রক্ষায় শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

অভিনব প্রতিবাদ মধ্যপ্রদেশে



DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED

CIN: L63090WB2011PLC165520

Regd. Office: 375, Dakshindari Road, Parganas North, Kolkata, West Bengal, India, 700048

Website: www.destinyinfra.in Email ID: cs@destinyinfra.in Phone No.: 033 – 4008 7463

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (“AGM”) of the members of the Company will be held on **Friday, 27th September, 2024, at 3:00 p.m** through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”) without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (“the Act”), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020 and General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and SEBI Circular dated 5th January, 2023, (collectively referred to as “Circulars”) to transact the business as set out in the Notice of AGM of the Company. Members will be able to attend and participate in the AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid Circulars the Company has sent Notice of AGM by electronic mode only, on Wednesday, 04th September, 2024, to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants up to August 28, 2024.

The Notice of the AGM can be downloaded from the Company’s website at <https://destinyinfra.in/> and website of the stock exchange, i.e., **NSE** Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited (“NSDL”), i.e., www.evoting.nsdl.com.

REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT THE AGM

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company has engaged services of NSDL for providing remote e-voting facility prior to AGM (“remote e-voting”). Additionally, the Company, through NSDL is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (“e-voting”).

Cut-off date for e-voting	Friday, 30 th August, 2024
Commencement of Remote e-voting	9:00 a.m. (IST) on Tuesday, 24 th , September, 2024
Conclusion of Remote e-voting	5:00 p.m. (IST) on Thursday, 26 th September, 2024

Members who will be present at the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote by remote e-voting, will be eligible to exercise their right to vote during the AGM. Members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Accordingly, members may cast their votes through remote e-voting and e-voting at the AGM by following the instructions mentioned in the Notice. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed Mr. Abbas Vithorawala (Membership No.23671) Practicing Company Secretary to act as a Scrutinizer for monitoring remote e-voting process and e-voting at the AGM in fair and transparent manner. The results of e-voting shall be declared within two working days from conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer’s Report shall be communicated to the Stock Exchange and will be placed on the website of the Company at <https://destinyinfra.in/> and on the website of **Cameo Corporate Services Limed (“Cameo”)** at <https://cameoindia.com/>.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility provided by using NSDL’s Remote e-voting login credentials and by following the instructions mentioned in the Notice.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as of the cut-off date i.e., **Friday, 30th August**, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote E-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL helpdesk by sending a request at mail to: evotinga@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000. Additionally, members may also contact **Cameo Corporate Services Limited** by sending a mail to: or call at 044-40020742.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For Destiny Logistics & Infra Limited By Order of the Board of Directors Sd/- Rekha Bhagat Managing Director DIN - 03564763
Place: Kolkata Date: 06 th September, 2024

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED L17323WB1990PLC032819 Registered Office: Ground Floor, 5A, Little Russell Street, Kolkata - 700071, West Bengal Tel. no.: +91 9830300419, Website: https://binodjute.com/ ; Email ID: jk@kankariagroup.com

This Public Announcement (“**Post Offer Public Announcement**”) is being issued by Ms. Poonam Dugar, acting on behalf of the Promoter along with other members of the Promoter Group of Binod Jute and Fibre Limited (“the Company” or “BJFL”) in continuation to the Detailed Public Announcement dated August 22, 2024 published on August 23, 2024 (“**Detailed Public Announcement or DPA**”) along with corrigendum dated August 27, 2024 and the letter of offer dated August 27, 2024 (“**Letter of Offer**”) dispatched e-mailed to the Public Shareholders on August 27, 2024 to acquire 22400 Equity Shares (“**Offer Shares**”) representing 4.05% of the total paid up equity share capital of the Company held by the Public Shareholders at a price to be determined under the Reverse Book Building Process (“**RBBP**”). In compliance of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (“**SEBI Delisting Regulations**”), the Public Shareholders of the Company were invited to tender their Equity Shares through the “RBBP” Stock Exchange Mechanism during the Bid Period (August 30, 2024, to September 05, 2024) (“**Bids**”).

- DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE**
In terms of Regulation 20 (2) of the SEBI Delisting Regulations, the Floor Price determined was Rs 224.30/- and since no bids were received, there is no discovered price. In terms of Regulation 22, and in exercise of his discretion, the acquirer has accepted the Floor price of Rs. 224.30/- per Equity Share as the final price for the Delisting Offer (“**Exit Price**”).
- SUCCESS OF THE DELISTING OFFER**
2.1 In accordance with Regulation 21(a) of the SEBI Delisting Regulations, this Delisting Offer would be deemed to be successful only if a minimum number of 4,98,555 Offer Shares were validly tendered and acquired in the delisting offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Acquirer together with Promoters/ Promoter Group through the acquisition window of the bid to be equal to or in excess of 4,98,555 equity shares constituting 90% of the paid up Equity shares of the Company.
2.2 In the RBBP Process, 0 (Zero) equity shares have been tendered by the public shareholders at or below the exit price to be acquired in the delisting offer. The Pre delisting shareholding of the Promoter and Promoter group is already 531,350 equity shares representing 95.95% of the total paid-up equity share capital of the Company which exceeds the minimum requirement for the delisting offer to be successful in terms of Regulation 21(a) of the Delisting Regulations.
- Niche Technologies Private Limited, Registrar to the Delisting Offer confirmed the dispatch of the Letter of Offer and Bid Form to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., August 23, 2024.
- Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the equity shares of the Company from CSE. The date of delisting of equity shares shall be announced in the same newspapers in which the DPA and this Post Offer Public announcement have appeared.
- The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of SEBI Delisting Regulations.**
In the RBBP Process, since no equity shares have been tendered by the Public Shareholders, the acquirer is not required to pay any consideration to the public shareholders.
Further, no bids received have been rejected or returned to the Public Shareholders in accordance with the method of Settlement contained in the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer read with relevant SEBI circulars.
- OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING**
4.1 In accordance with Regulation 26 of the SEBI Delisting Regulations, all Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the RBBP Delisting Offer or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the RBBP (“**Residual Shareholders**”) will be able to offer their Equity Shares to the Acquirers at the Exit Price during a period of one year from the date of closure of Bidding process dated September 05, 2024 (“**Exit Window**”).
- If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer and/or Exit Window, they should consult the Manager to the Offer or Registrar to the Offer as per the details given below.

This Post Offer Public Announcement is expected to be available on the website of the Calcutta Stock Exchange Limited www.cse-india.com

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
GRETEK CORPORATE SERVICES LIMITED A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT),Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near India bulls, Dadar (West), Mumbai - 400013 Tel:02269308500, 09836821999 E-Mail: info@gretekgroup.com SEBI Regd. No.: INM000012177 Contact Person: Mr. Arvind Harialka	NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata, West Bengal- 700017. Ph. No: (033) 2280 6616 /6617/6618 Fax No: (033) 2280 6619 E-Mail: nichetechp@nichetechpl.com Contact Person: Mr. Ashok Sen
For BINOD JUTE & FIBRE LIMITED	Sd/- POONAM DUGAR ACQUIRER

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭৭ সংখ্যা, শুক্রবার ২০ ভাদ্র, ১৪৩১

গ্রাম বাংলার ঘরবাড়ি

উনিশ শতকে বাংলার গ্রামে মানুষ কী ধরনের বাড়িতে থাকতেন, তা ছবির মতো বর্ণনা দিয়ে গেছেন এক বিদেশি। তিনি অবশ্য নিছক বেড়াতে আসেননি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন বিহার-পাটনা -সাহাবাদ- ভাগলপুর -গোরখপুর -দিনাজপুর-পূর্ণিয়া-রংপুর-আসাম অঞ্চলে ১৮০৭-১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিস্তৃত সন্ীক্ষা চালান। তাঁর সংগৃহীত তথ্য বিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন মটগোমারি মার্টিন, ১৮৩৮-এ। উনিশ শতকের গোড়ার এই সন্ীক্ষা থেকে দেশমানুষ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য উদ্ধার করা যায়। দিনাজপুরের খেওে বাংলার সমকালীন স্থাপত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আছে। অনেকটাই প্রত্যক্ষদৃষ্ট হওয়ায় এর মূল্য খুবই বেশি, কারণ সমসময়ের এত নিখুঁত বিবরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। হ্যামিলটনের এই বিবরণ যদিও অবিশ্বস্ত দিনাজপুর সংক্রান্ত, তবু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রেও যে এটি অসাধারণ সূত্র। সেকালে প্রাধান্য মানুষের বাড়ি বড় ছিল দেোচালা কুটির। একেই বলা হত ‘বাংলো’ যা থেকে এ দেশে একই ধাঁচের, কিন্তু অনেক পরিবর্তিত সব ইউরোপীয় নির্মাণই ‘বাংলো’ নামে পরিচিত হয়ে যায়। সতেরো শতকের ‘বাদশাহনামা’ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝির বিশপ হিবারের বর্ণনাতে বাংলায় প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে, ‘হবসন -জবসন’-এ তা উদ্ধৃত রয়েছে। কুটিরের দেওয়াল মাটির, আর মেঝে আশপাশের জমি থেকে এক-দুই ফিট উঠতে। তবে অনেক সময়ই এতে বর্ষাকালে জল জমার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, তাই ঘরের এককোণে থাকে বাঁশের মাচা, বর্ষায় তার উপরেই শোয়া-রসা চলে। যে অঞ্চলে দেওয়াল তোলার মতো ভাল মাটি পাওয়া যায় না, সেখানে কঙ্কির মধ্যে নলখাগড়া বা খড়ের বাড়িল করে দেওয়াল তৈরি হয়। গৃহস্থ সম্পন্ন হলে এই বাড়িলে খড়ের বদলে মাদুরকাটি ব্যবহার হয়, যা খড়ের বাড়িলে গোবর এবং মাটির সুন্দর প্রলেপ দেওয়া হয়। ঘরের কাঠামো পুরোপুরি বর্শ দিয়ে তৈরি, বাঁশগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাধা থাকে। খুব ধনী গৃহস্থের বাড়িতে কাঠের খুঁটি এবং বরগা দেখা যায়। তবে তাতে পালিশ বা রঙ কোনও কিছুই থাকে না, আর পেরেকের ব্যবহারও নেই বললেই চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বরগার উপর মাটির আস্তরণ দেওয়া বাঁশের মাচা থাকে, মূলত আগুন লাগলে পালিয়ে বাঁচার মতো সময় পাওয়ার জন্য। খুব কম ক্ষেত্রেই ওই মাচায় ওঠার মতো সিঁড়ি থাকে। সিঁড়ি থাকলে মাচাটি বসবাসের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কুটিরের দরজা ছাড়া আর কোনও ফাঁক নেই। দরজার উপরে আটকানো ‘রাঁপ’ ফেলে তা বন্ধ করা হয়। কাঠের পাল্লার দরজা ধনীদের বাড়ি ছাড়া দেখা যায় না। আলো-হাওয়া আসার জন্য চালানো খুব কমই থাকে। লোকান করার প্রয়োজন হলে ঘরের এক দিকের চাল দোওয়ালের বাইরে চোর-পাঁচ ফিট বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এক সারি বাঁশের খুঁটির উপর তার ভার থাকে। ধনীদের ক্ষেত্রে চারচালা কুটির দেখা যায়, যার নাম ‘চৌয়ারি’। ইউরোপীয়রা তাদের ‘কটেজের জন্য এই ধাঁচটি গ্রহণ করেছে।

শিক্ষাবিদ চন্দ্রনাথ বসু

১৮৪৪সালের এই দিনে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। উনিশ শতকের অন্যতম সাংবাদিক, গবেষক, প্রাবন্ধিক। ১৮৪৪ সালের ৩১ আগস্ট হুগলী জেলার মানপুরা মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কেকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। পিতার নাম সীতানাথ বসু। ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে শিমলা বাজারের নিকটবর্তী হেদোর স্কুলে ভর্তি করানো হয়। হেদোর স্কুলে ভর্তি মাস ইংরেজি ভাষা শেখার পর তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারির স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তিনি ১৮৬৩ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬২ সালে তিনি উক্ত কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা এবং ১৮৬৫ সালে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৬৬ সালে ইতিহাসে অনার্সসহ এমএ এবং ১৮৬৭ সালে বিএল পরীক্ষা পাস করেন। তবে তিনি কখনো আইন পেশা গ্রহণ করেননি। একজন সাংবাদিক হিসেবে অর্চিয়েই তিনি যশস্বী হয়ে উঠেন। বাঙালি সমাজের জাগরণ সৃষ্টি করা ছিল তাঁর লেখালেখির প্রধান লক্ষ্য। তাঁর অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, গিরিশচন্দ্র ঘোষের, অক্ষয়চন্দ্রের নবজীবন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতী ও নব্যভারত, চন্ডার প্রভৃতি সাময়িকীতে। চাকরি জীবনের শুরুতে চন্দ্রনাথ বসু সরকারের ‘শিক্ষা-বিভাগ’-এ কাজ করেন। তাঁর বিব্যা ও অগ্রসর চিন্তাপ্রারার স্বীকৃতিতে সরকার চন্দ্রনাথ বসুকে ১৮৭৮ সালে একজন মনোনীত ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত করে। কিন্তু আমলা জীবন তার মেজাজের সঙ্গে মেলেনি। তিনি ছয় মাস পরে ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ থেকে অব্যাহত হন। কর্মজীবনে তিনি ‘শিক্ষা-বিভাগ’কে বেছে নেন। ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ ছেড়ে তিনি কলকাতার জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য, বেঙ্গল লাইব্রেরি ছিল এদেশের প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান। জয়পুর কলেজ ছেড়ে তিনি ১৮৮৭ তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অনুবাদকের পদে যোগদান করেন। উপনিবেশিক শাসনামলে সরকারের অনুবাদকের পদটি ছিল প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। এ পদ থেকে তিনি ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে অসংখ্য অসংখ্য স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৯৬ সালে চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৮৯৭ সালে এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন রমেশ চন্দ্র দত্ত (আই.সি.এস)।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



সং শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারলে তবেই জীবন সার্থ্য হতে পারে। নাহলে জীবন একেবারে ব্যর্থতায় পরিণত হতে থাকবে। তিনি শক্তি। তিনি ভক্তি। তিনি সর্ব বিশ্বাসের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করে শিল্প সাহিত্য এবং বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যেতে হবে। দেশকে সমৃদ্ধ

তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেস্য অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় নানামন সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। ঠাকুর বলতেন,পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করি।

করতে হবে। তবেই মহান ভারত নির্মাণ সম্ভব হবে। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংস্রবে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সববিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যে যে ‘বাইজি সংস্কৃতি’ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে তা আজকে সম্মনীয় স্বীকৃতি

রবীন্দ্র কুমার শীল

এমন একটি একটি বিষয় নিয়ে বাংলা বই লেখা হয়ে থাকে তা সবাইকে ভাবায়। চিন্তা করায়। মানুষের চাপা কৌতুহলকে আরও বেশি করে আগ্রহের সৃষ্টি করে। নতুন করে গবেষণা করতে বা খড়িয়ে দেখতে শেখায়। সেই রকমই একটি বই লিখে ফেললেন কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়। আরও বইটির নাম হচ্ছে ‘বাইজিকথা’। প্রকাশক জয়ঢাক। বাইজিদের নিয়ে এখন কলকাতাবাসীদের আগ্রহ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেশি করে রয়েছে বলেই এই ধরনের বইটি এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কলকাতা বাইজি সংস্কৃতি কীভাবে গড়ে উঠল এবং তার সঙ্গে বাবু কালচার কীভাবে তৈরি হয়ে গেল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখিকা কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বইটির শুরুতেই ‘কিছু কথা’ কলমে লিখছেন, ‘এত বিষয় থাকতে কেন লিখলাম বাইজি বা তওয়ায়েফদের জীবনকাহিনি, এর কারণ জানা নেই আমারও। তবুও একটা দায় থেকে যায় স্বপক্ষে কিছু বলার। পুরানো কলকাতার ইতিহাসের জীর্ণ পাতা থেকে তুলে আনা কিংবদন্তি কয়েকজন বাইজির বর্ণনায় রঙিন অথবা রঙহীন, পলিত সাবেকি জীবনকাহিনির চেনা-অচেনা কিছুটা সময়ের কথা বলা, তাদের সলঙ্গে অতীত বাসে কয়েক পা হাঁটাও মনে হল যেন একটা দায় বা ঋণশোধ। উনিশ শতকের ভারতবর্ষ এবং বাংলার ইতিবৃত্তের পুরো চালচিত্র জানা যেমন সহজ নয়, তাতে বাড়তি কিছু ছবি নিজের মতো করে আঁকাও বড় কঠিন। তবুও এই দুঃসাধ্য কাজটি করলাম। বহুদিন ধরেই সযত্নে লালন করেছিলাম এই স্বর্ণটুকু, জেদও বলা যায়। পুরোনো কলকাতার ইতিহাসের এই সময়টাকে সঠিকভাবে ধরতে হবে বলে বই লেখাপড়া করতে হয়েছে।’’ লেখিকার কথার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি অতীত কলকাতার বাইজি চিত্রকে লিখতে গিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা কম কথা নয়। তিনি নিজের ভাবতে পারেননি যে বাইজিকথা বইটি এত সুন্দর করে লিখতে পারবেন বা সক্ষম করেন। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া যায় আগ্রহ একটি সৃষ্টি করছে। লেখিকা কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। তিনি বাইজিকথা লিখে ফেলে বুঝতে পেরেছেন যে একটি অসাধ্য সাধনা সমাপ্ত করলেন।

বাংলার নবজাগরণের কালে বাবু কালচার সারা কলকাতা জুড়ে যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা নিয়ে একটি অসাধারণ ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব যা সকলের কাছে কেনও বলতে গেলে বহু ক্ষেত্রে আজানা থেকে গিয়েছে। সেই অজানার একটি দিক সবার কাছে মেলে ধরে দিতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন বলেই লেখিকা এত সুন্দর একটি বই রচনা করতে সক্ষম হলেন লেখিকা লিখছেন,’ তখনকার সমকালীন ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষ ও বাংলার ধর্মাব্ধ, কুসংস্কারাধস্ত, অন্ধবিশ্বাস নির্ভর অতি সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ সমাজ ভাবনা, নতুন সমাজ চেতনার উন্মেষ এবং জোয়ার- যাকে নবজাগণ বলি, সেকালের ইংরেজি কেতায় উদ্ভুদ্ধ উচ্চবিত্ত ওগুলির বাবু কালচার বা তাঁদের বিলাসী বাবুয়ানি; নবাব, রাজা আর জমিদারদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, কোঠা, নাচকুঠি আর বাগানবাড়ি এবং সেকালের কিছু নামজাদা বাইজির ব্যক্তিগত জীবনকথা ইত্যাদি নিয়ে এই বইটি রচিত। প্রায় আড়াইশো বছর আগের কলকাতা ও পারিপার্শ্বিক সমাজের তমসচ্ছন্ন অপ্রশস্ত গোঁড়ামি আর সংকুচিত বহু নিয়ম-নির্দেশ এবং বহু ঘটনা-অঘটনার ইতিবৃত্ত, যা বাইজিদের জীবনের অনেক আলোছায়ার সাক্ষী- এই বইটির রচনার মূল আধার। সেই সময় ভারবর্ষে বাইজির উত্থান এবং অবনমন নিয়ে বহু সত্যের মোড়কে জড়ানো আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের অবিশ্বস্ত ভারতবর্ষের চালচিত্রে তাঁদের এমন অকেঁ অকথিত আলো-অন্ধকার, পাপ-পুণ্যের তথ্য সর্ববলিত এই বই। আসলে তখনকার সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে ধরা বাইজিদের জীবন, যা ছিল কিছু পঙ্কিল, কিছুটা কলমাস্ত, কিছুটা আলোমাখা, বাকিটা স্থপিল- এই বইটির উপজীব্য বিষয়।’’ লেখিকা সেই সত্যের অনুসন্ধান করে বইটি লিখেছেন সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ভাবার মিস্ত্রী বইটিকে আরও প্রাণবন্ত করেছে এটা বলে যেতে পারে। বইটির সৃষ্টিপথে প্রথমেই লেখা রয়েছে -মলকাজান এবং গহরজান। ভারত তথা বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং রোমাঞ্চময় বাইজির চরিত্র বলা যেতে পারে। একন এই দুই বাইজিদের নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতুহলের সীমা নেই। এই দুই বাইজি কিন্তু সাধারণ মানুষের

কাছে দূরর্ভ ছিল। তবুও সাধারণ মানুষ এদেরকে জানতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। জানতে চায় এদের জীবন কাহিনির কথা। তারপরে রয়েছে বাইজিদের প্রথম আগমন, পরিচিতি এবং ইতিবৃত্ত। ভারত তথা বাংলায় কীভাবে বাইজি সংস্কৃতি প্রভাব লাভ করলো তা



নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। তওয়ায়েফ এবং পতিতা যে দুটি ভিন্ন স্রোত তা নিয়ে লেখিকা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। মলকাজান ও গহরজানকে নিয়ে অসমাপ্ত অন্ত কথাও বলা হয়েছে। নগরবধু আশপালি, হীরা বুলবুল, রসুলানবাসি, জানকীবাসি, নিকিবাসি, জন্দনবাসি, মুমিবাসি, নুরজাহান, ময়নাবাসি, রেখাবাসি প্রমুখ বাইজিদের কথা আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে। নষ্ট বাইজিদের নিয়ে বিলাসীবাবুদের কালচার এবং কিছু গোপনকাহিনি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলতে গেলে বাইজের সম্পর্কে পাঠকদের আরও আগ্রহ বৃদ্ধি করার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন লেখিকা তাঁর রচিত বাইজিকথা বইটির মধ্যে দিয়ে। উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে এক বা ব্যক্তিকে এলোবোসে ফেলেছিলেন ভিক্টোরিয়া। খ্রুশিশি

গ্রহণ করে। বাবা উইলিয়াম ইওয়ার্ড আর মা ভিক্টোরিয়া ইওয়ার্ড। তাদের মেয়ের নাম অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড। মা ভিক্টোরিয়া এবং মেয়ে অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড পরবর্তী জীবনে বারানসীতে গিয়ে নিজেরদের খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কাছে দূরর্ভ ছিল। তবুও সাধারণ মানুষ এদেরকে জানতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। জানতে চায় এদের জীবন কাহিনির কথা। তারপরে রয়েছে বাইজিদের প্রথম আগমন, পরিচিতি এবং ইতিবৃত্ত। ভারত তথা বাংলায় কীভাবে বাইজি সংস্কৃতি প্রভাব লাভ করলো তা

তাদেরকে নিয়ে বারানসীতে ইসে উ পশ্চিম হইলেন। সেখানে খ্রুশিশিদের কথা মতো ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন এবং পরে সে তাদেরকে নিয়ে বারানসীর একটি কোঠায় তুলে নিয়ে এসেছিলেন। পরে যখন বুঝতে পারলেন ভিক্টোরিয়া তখন আর ফেরার কোনও রাস্তা সামনে খোলা ছিল না। বাধ্য হয়ে নিজেকে এবং মেয়ের জীবনকে রক্ষা করতে বাইজির জীবনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। তারপরে তারা রাতরাতি ‘মলকাজান’ এবং ‘গওহরজান’ বাইজি, কোঠেওয়ালি বা তওয়ায়েফ নামে পরিচিতি লাভ করলেন। আজ থেকে প্রায় ১৫ শতক আগে খিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে প্রথম এক নগর -নটির জন্ম হয়েছিল রাজনর্তকী আর বারবণিতা রূপে আধুনা বিহারের বৈশালী নগরের শ্রাবস্তিতে। তাঁর অত্যাচার, কষ্ট এবং মানসিক যন্ত্রণার খবর কেউ রাখেনি। তাঁর রূপ যৌবন নিয়ে চর্চা বেশি হতে দেখা যায়। তারপরে ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমন কালে আঠারো শতকের মধ্যভাগে এবং উনিশ শতকের শুরুতে ভারতবাসীরা পরাধীন। নবজাগরণের জোয়ার আসতে শুরু করেছে বাংলায়। চিন্তাভাবনা সার্বিক পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে দেশির বণিকেরা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসা করে ধনী হচ্ছে। এই সময়কে ধরে কলকাতায় বাইজিরা তাদের শিল্প জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে দেশির বণিকেরা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসা করে ধনী হচ্ছে। এই সময়কে ধরে কলকাতায় বাইজিরা তাদের শিল্প জীবনকে সামনের সারিতে নিয়ে এসে উন্মোচিত করে দিল। নতুন সমাজ গড়ার স্রোতে বাইজিদের পেশা বেশ খাপ খেয়ে গেছে। বিস্ময়কর, সব শিল্পী এবং তাদের অসামান্য শিল্প উপস্থিত হতে থাকলো। বাইজিদের আগমনের দ্বিতীয় কারণ ছিল মোঘল আমলে দিল্লির বাশাহাদের দরবারে নর্তকীদের দেখে দেশের রাজা মহাজারা ও নবাবদের রাজসভাতে সুন্দরী নটিদের নিয়ে একই রকম আসর বসানোর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নবাব, রাজা মহাজার থেকে শুরু করে বাংলার জমিদার ও বিলাসী নব্য বাবুরাও তাদের দরবারগুলিতে, নাচঘরে বা প্রমোদ ভবনে অথবা বাগান বাড়িতে নটিদের নিয়ে আমোদ প্রমোদ আনন্দ স্ফূর্তিতে মেতে ওঠে। এই নটিরাই বাইজি বা জান বলে পরিচিতি লাভ করে। সিরিয়ার দামাস্কাসের রাজদরবারে

সর্বদা নারী ও পুরুষ সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা ভরপুর থাকতো। আরব সমাজেও অনারবীয় বা মাওলাদের মধ্যে নারীদের শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের নানা কলায় প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনোদন কর্মী হিসাবে তাদেরকে প্রস্তুত করতো। আরবীয় ভাষায় তাদেরকে বলা হতো ‘কন্য়েনা’। এই ‘কন্য়েনা’দের অনুসরণ করেই সম্ভবত ভারতীয় উ পমহাদেশে বাইজিদের প্রথম প্রকাশ ঘটে। অনেক শিল্পীরা বড় বড় ওস্তাদের কাছে নাচ গানের তালিম নিয়ে নিজেদের প্রতিভাকে আরও প্রস্ফুটিত করে বাইজি বা তওয়ায়েফ নামে পরিচিতি লাভ করেতে থাকে। কারা বাইজি হবেন? কোঠায় যারা বসবাস করতো যেসব মহিলারা তারাই বংশ পরম্পরায় বেশিরভাগ বাইজি এবং তাদের কন্যাদেরকেও এই জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কারণ, কোঠার মেয়েদের অন্য কিছু করার থাকে না। সব পথ বন্ধ। অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের। প্রথম তাদের পরিচয় ছিল কোঠেওয়ালি বা বাইজি। সমাজে ব্রাত্য এবং নষ্ট মেয়েগুলো। সমাজে তাদের অন্য কোনও কাজ করার অধিকার ছিল না। তাদের বাইজি মায়েরের নির্দিষ্ট বাবু ধরা ছিল। অনেক সময়ে বাইজি মেয়েরা জিনেতে পারতো না তাদের জন্মদাতার নাম। এখানে একটি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। বাইজিরা বারাদঙ্গা বা পতিতা নর। সেখানে তারা শুধু সম্মনীয় শিল্পী। বহু মানুষ তাদের শিল্পের কদর করতো। আবার কোন কোনও বাইজি নবাব রাজা বা বাবুদের শায়াসদিনী হতেন। তাঁরা বারাদঙ্গা বা পতিতা বলে পরিচিতি লাভ করতেন। তবে এই পেশাকে অপমান করতেন। তবে বাইজির মর্যাদা, শ্রেণি, আভিজাত্য, সম্মন এবং স্থান পতিতা বা গণিকাদের চাইতে অনেক উর্চুতে ছিল। তবে কোনও কোনও বাইজি এই ঘরানাকে কলুষিত করেছে অথের নোভে। বাইজিরা ছিলেন এক একজন তওয়ায়েফ। অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, পণ্ডিত বিভিন্ন গুণে পারদর্শী। তারা জীবনকে অনেকভাবে দেখেছেন। বহু যন্ত্রণার পর একজন মহিলা ওস্তায়েফ হন। পতিতাদের সঙ্গে এদের কোনও মিল ছিল না। পতিতাদের কোনও সংস্কৃতি ছিল না। কিন্তু বাইজিদের উচ্চ জীব্য ঘরানা ছিল। বাইজিরা উন্নত জীবিকায় জন্য বহু ওস্তাদের কাছ থেকে সঙ্গীত এবং নৃত্যের তালিম গ্রহণ করতো। মান সম্মান এবং অর্থেক দিক দিয়ে তারা এগিয়ে ছিল।

বাংলা ভাষাভাষীদের অবস্থান কোথায় ?

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলা ভাষাভাষীদের ভাষা আন্দোলনের মাস সেই বাংলা ভাষাভাষীদের বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ে আমাদের অনেকেরই জানা নাই। সেই বাঙালির উৎপত্তি নিয়ে আজকের সংবাদ বাঙালি জাতির উৎপত্তি কীভাবে হলো তার সঠিক ইতিহাস কেউ বলতে পারে না। এসব নিয়ে গবেষক ও পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম দেশে আদিম মানব সভ্যতার যে, রূপবিবর্তন ঘটেছিল সেরাপ বাংলাদেশও ঘটেছে। বাঙালি বলতে এমন একটি জাতি গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের জাতিগত সংস্কৃতিক পরিায় মূলত বাংলার মাটিকে কেন্দ্র করে।

বাঙালি ও বাংলা উভয় শব্দের উৎস বাঙ্গলা থেকে যা ছিল ফার্সি ভাষায় এ অঞ্চলের নাম। পৃথিবীর বুকে বাঙালি একটি বৈচিত্রময় জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। চীনা এবং আরবীয়দের পরে বাঙালিরা হচ্ছে, পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তর জাতি-গোষ্ঠী এবং তারা ইন্দো ইউরোপীয়দের মাঝে বৃহত্তম জাতি-গোষ্ঠী। বাঙালি জাতি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানিদের ধারণা হচ্ছে, তারা একটি মিশ্র জাতি এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিমতম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বহু জাতি বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে, অনেক আবার বেড়িয়েও গেছে, রেখে গেছে তাদের আগমনের অকাট্য প্রমাণ। বৃহত্তম বাঙালিরকে মিশে আছে, বহু নড়গোষ্ঠীর অস্তিত্ব। গবেষক ড. অতুলসুর তার ‘বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাংলা অতি প্রাচীন এক দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ২৫ লক্ষ বছর পূর্বে প্লিওসিন যুগের পরে প্লাইস্টোসিন যুগের উত্তর ঘটে। বাংলায় বিভিন্ন স্থানে প্লাইস্টোসিন যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদিকে গবেষকদের মতে, আদিম সভ্যতার প্রাকআর্য জনগোষ্ঠী ও

অনার্য জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষে গড়ে উঠেছে আজকের বাঙালি জাতি। নৃতাত্ত্বিকগণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক, প্রাক আর্য বা অনার্য বা আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয়,আর্য জনগোষ্ঠী, প্রাক আর্য জনগোষ্ঠী সাধারণভাবে অনার্য জনগোষ্ঠী নামে পরিচিত। আর্থগণ এদেশে আগমনের পূর্বে যে সকল জাতি বসবাস করতো তারাি অনার্য জাতি। এক অনার্য গোষ্ঠী বাঙালি জাতির শিকড়।



অনার্য জাতিগুলো হলো ঃ এক. নেথিটো (নেথোয়েড)। দুই. অস্ট্রিক (অস্ট্রোয়েড, অস্ট্রো এশিয়াটিক, নিশাদ জাতি) তিন. দ্রাবিড় চার. ভোটচেনিয় পাঁচ. আলপাইন (আল্লিয়)। প্রথমত নেথিটো জনগোষ্ঠী ঃ ঐতিহাসিকদের মতে, নেথিটো বা নিথ্রোয়েড হল বাংলার আদিমতম জাতি। এদের আদি নিবাস ছিল আফ্রিকা, তারা ভারতবর্ষে কখন বসবাস শুরু করে তা জানা যায় না। তবে তাদের বাংলার আদিম জনগোষ্ঠীর প্রথম স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, অস্ট্রিক বা অস্ট্রলয়েড ঃ তারা অস্ট্রোলিয়া বা তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে আগমন করেছিল, তাদেরকে অস্ট্রিক, অস্ট্রলয়েড, ভেদিক ও নিসাদ জাতি বলা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অস্ট্রিকদের এদেশের প্রাচীনতম বাসীন্দা বলে অভিহিত করেছেন।

বসবাস শুরু করে। অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন, অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। এরা কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো এবং গ্রামাঞ্চল ছিল এদের আবাস স্থল। তৃতীয়ত, দ্রাবিড় ঃ জনগোষ্ঠীর সমকালে বা কিছু পড়ে প্রায় ৪-৫ হাজার বছর পূর্বে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে। এদের ভাষা ছিল দ্রাবিড়। দ্রাবিড় জাতি উন্নততর সভ্যতায় ছিল বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করেছিল। কালক্রমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল আর্য পূর্ব বাঙালি জনগোষ্ঠী। নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা এদের মিশ্র রক্তধারা বর্তমান বাঙালি জাতির মধ্যে প্রবাহমান। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে যে জাতির প্রবাহর সাথে আর্যজাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে

বাঙালি জাতি। চতুর্থত, ভোটচেনিয় বা মালোয়েড ঃ জনগোষ্ঠী এদেশে আগমন করে দক্ষিণ ও পশ্চিম চীন থেকে। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় চাকমা, গাড়া, খাসিয়া, মণিপুরি,হাজম,মন্ড ও নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী বাঙালিশে আসে।এরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর। দ্রাবিড় জাতির সাথে মঙ্গোলীয় বা ভোটচিনি জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটে আর্য আগমনের বেশ কিছু পূর্বে।

পঞ্চমত, আলপাইন বা আলপিয় জনগোষ্ঠীঃ আলপাইন জন গোষ্ঠীকে আর্যজনগোষ্ঠীর শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নৃতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের মতে, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের পর আরও একটি জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষ ও এক সময় বাংলায় বসতি স্থাপন করে। আন্স পর্বতমালা, পালির মালভূমি ও পূর্বভারত থেকে এরা বাংলায় এসেছিল বলে তাদের হোমো আল পটিনাস বলা হয়। জাতিতে তারা বৈদিক না হলেও আর্যভাষায় কথা বলতো। বাংলায় তারা আর্যদের আগমনের পূর্বেই উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। অতুন সুর বলেছেন, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষির পড়ে বাংলায় আসে আল্লিয়ার, অনুমান করা হয়, এদের ভাষা ছিল আর্য বা ইন্দোইউরোপীয়।এরা কাল ক্রমে ওড়িশা,বিহার,কাশিএং আসামে বসতি স্থাপন করেছিল। আর্যদের আদি বাসস্থান নিয়ে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আর্যরা ভারতীয় আবার কেউ বলেন, আর্যরা বিদেশি।এসিদাসের মতে,আর্যরা ভারতীয়। সপ্তসিন্ধু অববাহিকায় ছিল আর্যদের বাসভূমি। ঐতিহাসিক বেশম এর মতে, আর্য একটি ইন্দোইরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর নাম এবং এই ভাষায় যারা কথা বলে তারা সাধারণভাবে আর্য নামে পরিচিতি লাভ করে।

সম্পাদক সমীপেষু শতবর্ষ আগে কবির চিন

১০০ বছর আগে নিজের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আসার খবর পেয়ে একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছে, ‘পশ্চিম, এমনকী সমস্ত পৃথিবী আজ রক্ত-লাল মেখে এবং ঈর্ষার ঘূর্ণ-ঝড়ে আবর্তিত। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পরস্পরের দিকে ক্রন্দ্র চোখে তাকিয়ে আছে, পুরুষকণ্ঠে প্রতিহিংসার গান গাইছে, লোহা ও বন্দুকের সুরের সঙ্গে মত্ত হয়ে নাচছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট পুরুষের মতো হিমালয় ও আল্পসের চূড়ায়, ভোরের শাস্ত উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে মানুষের কাছে শান্তি ও প্রেমের বারী উচ্চারণ করছেন।’ দেশটার নাম চিন। ১৯২৪ সালের রবীন্দ্রনাথের চিনে গিয়েছিলেন ৪৯ দিন। বক্তৃতা করেছিলেন নানা সম্মানসহ বলা হয়। জাতিতে তারা বৈদিক না হলেও আর্যভাষায় কথা বলতেন কবি, সেই দিধা ছিল তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেইঃ ‘আপনাদের ধর্ম এবং বৃত্তা সম্পর্কে এত বিরোধী মতামতের কথা আমি পড়েছি যে ভাবছিলাম এঁরা আমাকে কিসের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, এঁদের কল্যাণের জন্য কেন্ যাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য না’ রবীন্দ্রনাথ মূলত শুনিয়েছিলেন শাস্তির কথা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা। আর সেই কথাগুলো আজকেরই মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে চিন। আর পরিবর্তনের সেই ঝোড়ো হাওয়ায় কী বলবেন কবি, সেই দিধা ছিল তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেইঃ ‘আপনাদের ধর্ম এবং বৃত্তা সম্পর্কে এত বিরোধী মতামতের কথা আমি পড়েছি যে ভাবছিলাম এঁরা আমাকে কিসের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, এঁদের কল্যাণের জন্য কেন্ যাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য না’ রবীন্দ্রনাথ মূলত শুনিয়েছিলেন শাস্তির কথা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা। আর সেই কথাগুলো আজকেরই মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে চিন। আর পরিবর্তনের সেই ঝোড়ো হাওয়ায় কী বলবেন কবি, সেই দিধা ছিল তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেইঃ ‘আপনাদের ধর্ম এবং বৃত্তা সম্পর্কে এত বিরোধী মতামতের কথা আমি পড়েছি যে ভাবছিলাম এঁরা আমাকে কিসের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, এঁদের কল্যাণের জন্য কেন্ যাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য না’ রবীন্দ্রনাথের চিনে দেওয়া বক্তৃতাগুলি পরে সংকলিত হয়েছে Talks in China-য়। ১৯২৪-এই তার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সে বইয়ে ছিল সে বছর ১২ এপ্রিল থেকে ৩০ মে চিনে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তৃতা। সেগুলি বক্তৃতা হিসেবেই ছাপা হয়েছিল, স্থাননির্দেশ-সহ। তখনও তাদের ছেঁটেকেটে মিলিয়েমিশিয়ে প্রবন্ধ করা হয়নি। সেটা হয়েছিল ১৯২৫-এর সংস্করণে। তার ভূমিকায় প্রাশস্ত্যক্ল মহানারবিশ জানাচ্ছেন, বক্তৃতাগুলি এই প্রথম প্রথ্যাকারে প্রকাশিত হচ্ছে এবং ‘দ্য টেস্টট ইজ বেসড মেনালি অন নিউজপেপার রিপোর্টস অ্যান্ড হ্যাজ নট বিন রিভাইজড বাই দ্য পোয়েট’। নিশিদিনমান কণ্-যানুরিত যে প্রথণী প্রাচীন চিনের বইয়ে-পড়া ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবের তফাত ঘটে গিয়েছিল অনেকটাই।

[illegible]

**OFFICE OF THE
CHAIPAT GRAM PANCHAYAT**

VILL = CHAIPAT:: PO:-CHAIPAT:: DIST.- PASCHIM MEDINIPUR
NIT No: WBP/MD/CHAIPAT/PRADHAN/NIT-02/2024-25

Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the **6(Six) Nos.** works. Bid submission start date **Online) 04/09/2024 (10 A.M.)**. Bid Submission closing **Online) 10.09.2024 at 06.55 P.M**. Bid opening date for Technical Proposals **Online) 13.09.2024 (11.00 A.M.)**. Details are given in Web Site: <http://wbttenders.gov.in>

**Sd/- Pradhan
Chaipat Gram Panchayat**

ABRIDGED NIT

IV, KMC invites
bid system for

2025/ (2nd Call)
Messages at 133
e Sarani and
66; Estimated
Rs.4,99,040.96;

2025/ (2nd Call)
wer System at
terjee Sarani
36; Estimated
Rs.4,99,602.77;
0; Period of
21; Last Date &
at 11 a.m. (for SI
ing of Tender:
& 2); The bid e
to and from: 06
& 2); The website

IV, KMC
to be type bid

at East Park leading from Jheel to M.G. Road in
ward no. 122, BR-XIII; Work Value:
Rs.2,99,739.44; Earnest Money: Rs.6,000.00;
Period of Completion: 30 Days;

12. NIT No.: KMC/XIII/122/16/24-25/BS (1st Call)
Name of the Work: Construction of Sanitary
Latrines at 426/B Kalipur EXT Road, Sodepur
Brick Field Road, Sodepur Ram Krishna Nagar
(Slum area) in ward no. 122; Work Value:
Rs.2,99,415.50; Earnest Money: Rs.6,000.00;
Period of Completion: 45 Days;

13. NIT No.: KMC/XIII/122/17/24-25/BS (1st Call)
Name of the Work: Development of C.C.
Pavement at Kalipur EXT Road near Pr. No.205
at slum area in ward no. 122, BR-XIII; Work
Value: Rs. 2,24,733.48; Earnest Money:
Rs.4,500.00; Period of Completion: 30 Days; Last
Date & Time of submission of Bid: 14.09.2024 up
to 11 a.m. (for SI.No.11 to 13); Tender will be
opened on: 17.09.2024 at 11 a.m. (for SI.No.11 to
13); The bid forms and other details are available
on and from: 06.09.2024 from 5 p.m. (for SI. No. 4
to 13); The website <https://tender.wb.nic.in> (for
SI. No. 1 to 13).

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/XIV/132/02/20-25/PARK ("1" Call)
Name of the Work: Providing Drums and Labour at different Immersion Ghats of BR-XIV (Ward nos. 129, 130, 131 & 132); Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs.1,89,705.57**; Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **40 Days**;

2. NIT No.: KMC/XIV/127/052/24-25/PARK ("1" Call)
Name of the Work: Providing Drums and Labour at different Immersion Ghats of BR-XIV (Ward nos. 121, 127 & 128); Work Value: **Rs.1,59,881.89**; Earnest Money: **Rs.3,200.00**; Period of Completion: **40 Days**;

3. NIT No.: KMC/XIV/127/039/24-25/BS ("1" Call)
Name of the Work: Development of C.C. Passage at Shilbram Pur (Slum area) near Pre. No. 24/1A, 24/3 and 24/3A etc. in ward no. 127; Work Value: **Rs.4,45,778.24**; Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **21 Days**; Last Date & Time of submission of Bid: **14.09.2024 up to 5 p.m.** (for Sl. No.1) & **19.09.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. No.2 & 3); Tender will be opened on: **17.09.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No.1) & **21.09.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No.2 & 3); The bid forms and other details are available on and from: **06.09.2024 from 5 p.m.** (for Sl. No.1) & **10.09.2024 from 5 p.m.** (for Sl. No.2 & 3); The website <https://etender.wb.nic.in> (for Sl. No.1 to 3).

30 Days;
JSTEE (1st Call)
 e of road by
 e of road by Jyothish
 e of Road bye
 e; Work Value;
 Rs.6,000.00;

JSTEE (1st Call)
 e of Sanitary
 e in ward
 e.6.41; Earne
 completion: 30

JSTEE (1st Call)
 e road at Bama
 e,locala Began
 Manoj etc. by
 BR-XIII; Work
 e; Money
 30 Days;

JSTEE (1st Call)
 n of sanitary
 e (2.98,079.07
 e; Period of

JSTEE (1st Call)
 e underground
 lane (Auddy
 u Maji, Bishu
 u; Work Value;
 Rs.6,000.00;
 Date & Time of
 11 a.m. (for St.
 19.09.2024 at

1st (1st Call)
 surface drain

The Executive Engineer (Civil)/BR-XV, KMC
 invites e-tender online percentage rate two bid
 system for the following works:

1. NIT NO.: KMC/CV/133/037/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
 Name of the Work: **Improvement of passage
 by cement concrete with allied works at D.M.
 Bagan and other location near premises
 no. M116/G, J371/C, N91 etc. in ward no.
 133, BR-XV under slum area; Estimated Cos
 (including GST & CESS): Rs.2,97,697.94;
 Earnest Money: Rs.6,000.00; Period of
 Completion: 90 Days; Date of uploading of N.I.T.
 & other documents (online): 10.09.2024 at 12
 Noon; Documents download/ sell start date
 (online): 10.09.2024 at 4 p.m.; Documents
 download/ sell end date (online): 21.09.2024 at 4
 p.m.; Bid submission start date (online):
 10.09.2024 at 4 p.m.; Bid submission closing
 (online): 21.09.2024 at 4 p.m.; Bid opening date
 for Technical Proposals (online): 23.09.2024 at 4
 p.m.; The bid forms and other details are available
 from the website <https://etender.wb.nc.in>;**

2. NIT NO.: KMC/EE/C/Br-XV/135/034/2024-2025/R
 Name of the Work: **Restoration I.P.S., C.C. &
 Paver Block Road disturbed by different P.U.
 Agency at bye lane of Mudliary Road,
 Rameshwaramur Road, Lidi Para, Kasali Para
 etc. N/HNO. P-79/B, P-83/C, I-88, P-11/A, I-3
 etc. in ward no. 135, BR-XV; Estimated Cost
 (including GST & CESS): Rs.4,83,066.90;
 Earnest Money: Rs.9,700.00; Period of
 Completion: 60 Days; Last date and time of
 submission of Bid: 21.09.2024 at 11 a.m.; Date of
 opening of tender: 23.09.2024 at 11 a.m.; The bid
 forms and details are available on and from
 10.09.2024 at 5 p.m. from the website:
<https://etender.wb.nc.in>**

CORRIGENDUM

NIT NO.: KMC/LTG/Z-IV/84/24-25 published in
 this Newspaper on 17.08.2024 (Key No. 424/24-
 25) of Electrical/LTG/Z-IV Department (Sl. No. 3)
 The last date and time of submission of bid will be
 read as 12.09.2024 at 3 p.m. instead of
 02.09.2024 up to 3 p.m.

including GST & CESS): **Rs.4,83,066.90**; Earnest Money: **Rs.9,700.00**; Period of Completion: **60 Days**; Last date and time of submission of Bid: **21.09.2024 at 11 a.m.**; Date of opening of tender: **23.09.2024 at 11 a.m.**; The bid forms and details are available on and from **10.09.2024 at 5 p.m.** from the website: <https://etender.wb.nic.in>

CORRIDGEMENT

NIT NO.: KMC/LTG/Z-IV/84/24-25 published in this Newspaper on **17.08.2024 (Key No. 424/24-25) of Electrical/LTG-Z-IV Department (Sl. No. 3)** The last date and time of submission of bid will be read as **12.09.2024 at 3 p.m.** instead of **02.09.2024 up to 3 p.m.**

(1st Call)
surface drain

531/24-25

গৃহকোন

মন্মটেরা কেন এত আকর্ষণীয়

মন্মটেরার পাতা দেখলে মনে হয়, খাঁজকাটা বড় কচুপাতা। তবে কচুপাতার মতো পাতলা নয়, বেশ পুরু আর চকচকে। লতানো গাছটি ঘরে-বাইরে যেখানেই রাখা হোক, নজর কাড়ে এক দেখাযায়। স্বল্প আলো-হাওয়া আর অল্প যত্নে বেড়ে ওঠে। তাই তো নার্সারি থেকে ঘর, ঘর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসর্বত্র চোখে পড়ছে মন্মটেরা।



দেওয়া চলে। মন্মটেরার যত্ন নেবেন যেভাবে সূর্যের আলোর প্রাপ্যতা উচ্ছল, পরোক্ষভাবে আলো পায় এমন জায়গায় মন্মটেরা রাখুন। সরাসরি সূর্যের আলোয় পাতা বলসে যেতে পারে। আবার খুব কম আলো পেলে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। তাই এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে রাখা উচিত। কখনোই অতিরিক্ত জল নয়মন্মটেরায় জল দেওয়ার সময় যথেষ্ট সতর্ক থাকুন। অতিরিক্ত জল দেওয়ার ফলে শিকড় পচে গাছ মারাও যেতে পারে। একবার জল দেওয়ার পর মাটি শুকিয়ে এলে তবেই নতুন করে জল দেবেন। ডাল বা পাতা ছাঁটাই অন্যান্য গাছের মতো মন্মটেরাতেও ছাঁটাই করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাছ সুস্থ রাখতে তাই সময়ে সময়ে কোনো পাতা হলুদ হয়ে এলে তা কেটে ফেলুন বা ছাঁটাই করুন। ভারসাম্য রক্ষায় খুঁটিবড় পাতা বলে মন্মটেরাকে ভারী ইনভোর প্ল্যান্ট বলা চলে। তার ওপর লতানো গাছ। তাই বেড়ে ওঠার সুবিধার্থে গাছের সঙ্গে একটি খুঁটি বেঁধে দিতে পারেন।

গাছ বিশাল বিশাল পাতার জন্য দেখতে দৈত্যাকার মনে হলেও এর খাবারের চাহিদা অতি অল্পই বলা চলে। এরা একবার বাড়তে শুরু করলে সূর্যের আলো কিংবা ঘরের আলো আধারি সবখানেই সমানতালে বাঁচতে পারে। এমনকি অন্যান্য গাছের মতো ঘন ঘন জল দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। গোড়ার মাটি শুকিয়ে এলে অল্প পরিমাণ

রাতের সমাবেশে হেনস্তা, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের পাশে টলিপাড়ার কমলেশ্বর, রুপা, দেবলীনা, জিতু



কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : নারীর সুরক্ষা, নারীর সম্মান তথা নারীর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আরেক নারীর উপর হেনস্তা! এটাই কী রাত দখল? বুধবার শ্যামবাজারে যখন

রাত দখলের লড়াইয়ে আন্দোলন কারীদের হাতে হেনস্তার শিকার হলেন ঋতুপর্ণা, তখন কী একটিবারও কলকাতাবাসীদের মনে এই প্রশ্ন জাগল না? গোটা শহরের

উত্তমালোকে অভয়ানন্দ মহারাজ বিনয় সিংহ রায়

দূরন্ত বার্তা,হুগলি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ উত্তমলোকে পাড়ি দিলেন ভূমরাদহ , হুগলি উত্তমশ্রমের চতুর্থ আশ্রম আচার্যদেব শ্রীমৎ অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ জিউ তথা আমাদের গুরুদেব। তিনি ছিলেন উত্তম আশ্রমের প্রাপ্তপুরুষ।

অগনিত শিশু নিয়ে মানবসেবায় ত্রতী মহান যুগ পুরুষ। তাঁর চিন্তন মনন ভাবধারা ভগবত সেবায় নিয়োজিত প্রান আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষনীয় থাকবে চিরদিন। তাঁর নম্বর দেহ অবসান হলেও,শাস্ত

রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবস পালন

দূরন্ত বার্তা ,বাঁকুড়া, ৫ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিবছরের মতো এই বছরও সারা দেশ জুড়ে পালন করা হবে শিক্ষক দিবস। এই দিনটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধুর সম্পর্ককে স্মরণ করার দিন। এই দিন সেই গুরুদের সম্মান জানানো দিন, যাদের ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না। প্রতিবছর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে কিছু মনের কথা বলে ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। একজন অসামান্য শিক্ষক হিসাবে তিনি পরিচিত। প্রতিবছর ওনার জন্মদিনে সকলেই পালন করি শিক্ষক দিবস। সমগ্র দেশের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও সাড়সের পালিত হল দিনটি।

বাঁকুড়া শহরের সাথে সংযুক্ত রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবস পালিত হয়, যেখানে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে মালা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় অধ্যক্ষ সন্দীপ গোস্বামী বলেন, প্রতি বছর শিক্ষকরা ধুমধাম করে পালিত হল, এবারও পালিত হল স্কুলের দুই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষক দিবস এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাইপুর ব্লকের বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু,



জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক জগবন্ধু মাহাতো, শিক্ষারত্ন পুরস্কৃত শিক্ষক পরীক্ষিত কামিন্দা, সাধন মণ্ডল সহ বিশিষ্টজনরা।

জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত দুর্লভপুরে তৃণমূলের তরফে শিক্ষক দিবস পালিত হল এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ চক্রবর্তী, শালতোড়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন বাউরি, গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নিমাই মাজি, গঙ্গাজলঘাটি ব্লক ২ তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা ও যুবক উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ব্যবহার শুরু হল একাধিক আধুনিক প্রযুক্তির

বাসন্তী, ৫ সেপ্টেম্বর : নামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলেও আর পাঁচটা নাম করা বেসরকারি বিদ্যালয়কে গুনে গুনে কয়েক গোলি দিতে পারবে বাসন্তীর চুনাখালি হাটখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেখানে দিদের পর দিন সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলো পড়ুয়াদের অভাবে বন্ধের মুখে সেখানে এই স্কুলে সম্পূর্ণ অন্য ছবি। কার্যত এত পড়ুয়া এই স্কুলে যে ক্লাসরুমে জায়গা দেওয়ায় দায় হয়ে যায় শিক্ষকদের। বৃহস্পতিবার এই স্কুলেই পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও আরও ভালোভাবে শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির বেশ কয়েকটি গেজেটো চালু করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর অবর শিক্ষা পরিদর্শক মৌমিতা মন্ডল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যরা।

এই স্কুলে পড়ুয়াদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ঘি ভাত খাওয়ানোর প্রথা চালু হয়েছিল। সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা তো আছেই, পাশাপাশি নিয়ম করে পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট দিনে মরশুমি ফলও খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করেছেন প্রধান শিক্ষকা। অন্যদিকে বছর কালেক আগে এই স্কুলেই চালু হয়েছে ডিজিটাল উপস্থিতি তথ্য। স্কুলে ঢোকার সময় পড়ুয়াদের পরিচয় পত্র ওই যন্ত্রের সামনে ছোঁয়ালেই একদিকে যেমন স্কুলের রেকর্ডিস্টারে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হবে, তেমনি তাঁদের বাড়ির ফোন নম্বরেও একটি বার্তা স্কুলের তরফে পৌঁছে যাবে যে সে স্কুলে পৌঁছেছে আর এবার স্কুলের তরফে চালু করা হল সিসিটিভি ক্যামেরা। স্কুলের সমস্ত কক্ষে যেমন ক্যামেরা বসানো হয়েছে তেমনি স্কুলের আশপাশ ও বাইরেও এই ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। এর পাশাপাশি এদিন এলইডি টিভি, সাউন্ড সিস্টেম যেমন চালু করা হল তেমনি ইন্টারকম সিস্টেমও চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্লাসরুম থেকেই ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। শিক্ষকরাও ক্লাসে ক্লাসে কোন বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন হলে সেটা দিতে পারবেন। এদিন স্কুলে স্বরাষ্ট্রের বৈরুতিক ঘন্টাও চালু করা হয়। প্রধান শিক্ষক বলেন, “ সারা বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছে। কিন্তু সুন্দরবনের এই প্রান্তর একাধিক সেভাবে দরিদ্র ঘরের ছেলে মেয়েরা তা ছুঁয়েও দেখতে পারে না অনেক সময়। তাঁদেরকেও এইসমস্ত তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো ও ব্যবহার শেখানো যেমন আমাদের উদ্দেশ্য তেমনি তাঁদের নিরাপত্তাও আমাদের কাছে মূল বিষয়।

কলকাতার পরিবহনের প্রাণশক্তি শিয়ালদহের লোকাল ট্রেন, প্রতিদিনের হাজারো যাত্রীর ভরসা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ আপনি নিশ্চই শহরতলী থেকে কলকাতায় যাতায়াত করেন, আপনার জানা দরকার যে কলকাতা শহরে শিয়ালদাহ থেকে ব্যাস্ত সময়ে কতগুলি ট্রেন চলাচল করে। পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ স্টেশন, যা ভারতের অন্যতম ব্যাস্ত রেলওয়ে কেন্দ্র, প্রতিদিন অসংখ্য লোকাল ট্রেন পরিচালনা করে যা মহানগরীর জীবনযাত্রাকে মসৃণভাবে চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে প্রতিদিন ৩৫৬টি ট্রেন ছাড়ে এবং ৩৫৪টি ট্রেন আসে, যা হাজার হাজার যাত্রীকে শহরের বাইরে থেকে এবং শহরের মধ্যে যাতায়াত করতে সাহায্য করে চলেছে। এটি কলকাতার দৈনন্দিন পরিবহনের অন্যতম প্রধান শক্তি যা অকিস যাত্রী, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য দৈনিক যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করে। বিশেষত পিক আওয়ারের সময় এই স্থানীয় ট্রেনগুলির গুরুত্ব সর্বাধিক। এই বছরটি নিশ্চিত করে যে, কর্মস্থল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাত্রা করা যাত্রীরা সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, পাশাপাশি ভিডের সমস্যাও কমানো হয়।সকাল ৮ঃ৩০ থেকে ১০ঃ৩০ এর মধ্যে শিয়ালদহ মৌন, শিয়ালদহ নর্থ এবং শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে মোট ৫৩টি ইএমইউ (ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) লোকাল চলাচল করে। শিয়ালদহ নর্থ ও শিয়ালদহ মৌন সেকশনের মধ্যে ০৪টি করে ট্রেন রাণাঘাট, বর্নগা, নৈহাটি, ব্যারাকপুর থেকে ছাড়ে , ০৩টি করে ট্রেন ডানকুনি থেকে ছাড়ে , ০২টি করে ট্রেন হাসানাবাদ, বারাসত, দত্তপুকুর থেকে ছাড়ে এবং ০১টি করে ট্রেন কল্যাণী সীমান্ত, কৃষ্ণধর সিটি, মধ্যমগ্রাম, শান্তিপুর, গেদে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, হাবরা, লালগোলা (মেমু) থেকে ছেড়ে শিয়ালদহ পৌঁছায়। শিয়ালদহ সাউথ সেকশনের মধ্যে ০৪টি করে ট্রেন কানিং থেকে এবং ০৩টি করে ট্রেন ডায়মন্ড হারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বজবজ থেকে এবং ০২টি করে ট্রেন সোনারপুর থেকে ছেড়ে শিয়ালদহ পৌঁছায়। বিকেল ৪ঃ৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭ঃ৩০ এর মধ্যে ৫৮টি ইএমইউ লোকাল শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে বিভিন্ন সেকশনে চলাচল করে। শিয়ালদহ নর্থ ও শিয়ালদহ মৌন সেকশন থেকে ০৬টি ট্রেন বর্নগা, ০৪টি ট্রেন নৈহাটি, ০৩টি করে ট্রেন ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত, কৃষ্ণধর সিটি, শান্তিপুর, গেদে, ০২টি দত্তপুকুর, ০১টি করে ট্রেন রাণাঘাট, হাসানাবাদ, বারাসত, ব্যারাকপুর ও লালগোলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শিয়ালদহ সাউথ সেকশন থেকে ০৬টি ট্রেন কানিং, ০৫টি ট্রেন বজবজ, ০৪টি করে ট্রেন বারকইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর এবং ০২টি সোনারপুর ও ০১টি করে ট্রেন বি.বি.ডি. ব্যাগ এবং মগরাহাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পূর্ব রেলওয়ের এই বিস্তৃত লোকাল ট্রেন নেটওয়ার্ক শুধু দৈনিক যাত্রীদের প্রয়োজন মেটায়ে না, বরং সড়ক পরিবহনের ওপর চাপ কমিয়ে মহানগরীর সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিকিমে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে সেনা জওয়ানদের বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিকিম,৫ সেপ্টেম্বরঃ সিকিমের ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে সেনা জওয়ানদের বাস। প্রসঙ্গত জানা গেছে, সিকিমের পেকিয়াং জেলায় খাদে পড়ে যায় বাস। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪ জ্বানোর। দুর্ঘটনা মৃত সেনা জওয়ানরা পশ্চিমবঙ্গের বিরাগুরি ইউনিটের সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য জানা গেছে বাসটি জুলুকে যাচ্ছিল। বিপত্ত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত চলছে, সে কারণে রাস্তাটি পিচ্ছিল ছিল।

Name Change I,SANU KUMAR SHAW(OLD NAME), S/O SANJAY KUMAR SHAW R/O 10/1,BELIAGHATA,ROAD,TANGRA KOLKATA-700015,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAN KUMAR SHAW(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/09/2024, THAT SANU KUMAR SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I, Kashif Jamal (old name) S/O Kaisay Jamal, residing at 54/1, Diamond Harbour Road, Kolkata-700027, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kasif Jamal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Kasif Jamal (new name) and Kashif Jamal (old name) both are same and identical person.
---	--

Name Change I MANIK SHAIKH, S/O BADAR SEKH, R/O VILL BARA ANDULIA, PO BARA ANDULIA, PS CHAPRA, NADIA, PIN- 741124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANIK SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/09/2024, THAT MANIK SHAIKH AND MANIK SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I, Bablu Bhattacharya (old name) S/O Late Haripada Bhattacharjee, residing at R/16/L, Dangapara Sashibabu Road, P.O.- Kanchrapara, P.S.- Bzpur, Dist-North 24 Pgs, Pin- 743145, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bablu Bhattacharjee (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Bablu Bhattacharjee (new name) and Bablu Bhattacharjee (old name) both are same and identical person.
--	--

Name Change I SUPIA SHAIKH, D/O DUDU SEKH, R/O VILL BARA ANDULIA, PO BARA ANDULIA, PS CHAPRA, NADIA, PIN -741124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUFIYA SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/09/2024, THAT SUPIA SHAIKH AND SUFIYA SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I, Mohammad Nasiruddin Khan (old name) S/O Kurban Khan, residing at Pathardihi Chhatna, Bankura, Pin- 722132, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nasiruddin Khan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Nasiruddin Khan (new name) and Mohammad Nasirud-dine Khan (old name) both are same and identical person.
---	---

Name Change I BADAR SHAIKH, S/O RAHIM, R/O VILL BARA ANDULIA, PO BARA ANDULIA, PS CHAPRA, NADIA, PIN -741124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BADAR SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/09/2024, THAT BADAR SHAIKH AND BADAR SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I, Sanjila Begam (old name) W/O Nasiruddin Khan, residing at Pathardiha Chhatna, Bankura, Pin- 722132, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjila Bibi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Sanjila Bibi (new name) and Sanjila Begam (old name) both are same and identical person.
---	---

Name Change I, Shobha Singh (old name) D/O Ramchandra Jaiswal, residing at Swanpanear G-1, St. Mallik Para Lane, Harihar Nagar Colony, Radha Krishna Math, South Dumdum, P.O.- Bangur Avenue, P.S.- Nagar Bazur, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Priti Singh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024. Priti Singh (new name) and Shobha Singh (old name) both are same and identical person.	Name Change I, Saira Bibi (old name) W/O Sk Akbar Ali, residing at 62/52/1, G.C. Road, Khardah(M), Dist- North 24 Pgs, Pin- 700119, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sahera Bibi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Sahera Bibi (new name) and Saira Bibi (old name) both are same and identical person.
--	---

Name Change I, Sk Ismili Mallick (old name) S/O Late Chhnapik Mallik, residing at Ramchandrapur, P.O.- Kanuibanka, P.S.- Dhanikhalpi, Dist-Hooghly, Pin- 712301, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ismail Mallick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024. Ismail Mallick (new name) and Sk Ismili Mallick (old name) both are same and identical person.	Name Change I, Safia Khatoun (old name) W/O Sk Asraf Ali, residing at 52 G.C. Road, P.O.- Titagarh, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700119, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Safia Bibi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Safia Bibi (new name) and Safia Khatoun (old name) both are same and identical person.
--	---

Name Change I, Dhruva Roy S/o. Adham-taron Ray Residing at Gazipur, Dist- 24 pgs (N), Pin - 743251, W.B. India shall henceforth be known as Dhruva Kumar Ray. I declare that Dhruva Kumar Ray and Dhruva Roy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-09-2024.	Name Change I, Safikul Islam (old name) S/O Majbar Dafadar, residing at Vill- Khagradanga, P.O.- Duttapulia, P.S.- Gangapur, Ranaghat, Pin- 741504, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Safikul Islam Dafadar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Safikul Islam Dafadar (new name) and Safikul Islam (old name) both are same and identical person.
--	--

Name Change I, Sk Sabir Kumar S/o. Sk Anwar Ali R/o. 5/A/3, Tarapurkur Lane, P.O.- Mallick Para, P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, Pin-712203 shall henceforth be known as Sekh Sabir Kumar. I declare that Sekh Sabir Kumar and Sk Sabir Kumar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-09-2024.	Name Change I,AMARJEET SINGH,SON OF AMBIKA SINGH, RESIDING AT 10/1/10, ATAL SUR ROAD, P.O & P.S- TANGRA, KOLKATA- 700015, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMARJIT SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/09/2024.THAT AMARJEET SINGH AND AMARJIT SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
--	--

Name Change I, Mrinal Kanti Barik S/o. Jiban Dhan Barik R/o. Eden Roma Apartment, Mark-II/3, 3rd Floor, Flat-3A, 39, East Purbachal Canal Road, 1st Lane, P.O.- Hattu, P.S.- Garfa, Kolkata-700078 shall henceforth be known as Mrinal Kanti Marik. I declare that Mrinal Kanti Marik and Mrinal Kanti Barik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-09-2024.	Name Change I, Munna Barnwal (old name) W/O Prakash Barnwal, residing at Vill.- Biseswar Colliery, P.O.-Khandra, Andal, Paschim Bardhaman, 713363, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kiran Burnwal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Kiran Burnwal (new name) and Munna Barnwal (old name) both are same and identical person.
--	---

Name Change I, Monira Khatoun (old name) wife of Md Rafique Gazi residing at Panchur Mondal Para, Maheshtala, P.S.- Rabindranagar, Diamond Harbour, Pin: 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Monira Bibi (new name) as declared before the Notary Public City Court at Kolkata on 03/09/2024. Monira Khatoun (old name) and Monira Bibi (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, Majmal Sk S/o Samsuddin Sk Residing at Dendari, P.S.- Ramnagar, East Medinipur-721446 that my minor son who previously known as Sahil Sheikh (Old Name) shall henceforth be known as Sk Sahil (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-09-2024. My minor son Sahil Sheikh (Old Name) and Sk Sahil (New Name) both are same and one identical person.
---	--

Name Change I, Jayied Gazi (old name) son of Md Rafique Gazi residing at Panchur Mondal Para, Maheshtala, P.S.- Rabindranagar, Diamond Harbour, Pin: 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Zayed Gazi (new name) as declared before the Notary Public City Court at Kolkata on 03/09/2024. Jayied Gazi (old name) and Md Zayed Gazi (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, Fulsuari Bibi (Old Name) W/o Majmal Sk Residing at Dendari, P.S.- Ramnagar, East Medinipur-721446 shall henceforth be known as Fulsari Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-09-2024. My minor son Sahil Sheikh (Old Name) and Sk Sahil (New Name) both are same and one identical person.
--	--

Name Change I, Md Rafik Gazi (old name) son of Late Abdur Noor Gazi residing at Panchur Mondal Para, Maheshtala, P.S.- Rabindranagar, Diamond Harbour, Pin: 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Rafique Gazi (new name) as declared before the Notary Public City Court at Kolkata on 03/09/2024. Md Rafik Gazi (old name) and Md Rafique Gazi (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, Sheikh Majmal (Old Name) S/o Samsuddin Sk Residing at Dendari, P.S.- Ramnagar, East Medinipur-721446 shall henceforth be known as Majmal Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-09-2024. Sheikh Majmal (Old Name) and Majmal Sk (New Name) both are same and one identical person.
---	---

মালিগাঁও, ০৫ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিউ জলপাইগুড়ির রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমবারের জন্য একটি প্রোটোটাইপ অটোমেটিক ট্রেন এগজামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস) স্থাপন করা হয়েছে। এটিইএস হলো একটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক প্রযুক্তি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রোলিং স্টকের ছবি ও ভিডিওর মতো ডিজ়্যাল তথ্যের ক্যাপচারিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা। এটিইএস ইউনিটে ৪টি ক্যামেরা এবং ৪টি সেন্সর রয়েছে, যেগুলি রেলওয়ে ট্র্যাকের উভয় পাশে স্থাপন করা হয়। এই রেলওয়ে ট্র্যাকের মধ্য দিয়ে ট্রেন অতিক্রম করার সাথে সমস্ত ক্যামেরা ও সেন্সর সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ট্রেনটির প্রত্যেকটি গতিবিধি নিরীক্ষণ করে। এভাবে ট্রেনের অ্যান্ড্রেল বস্ত্র বিয়ারিগুত্তর পাশাপাশি চাকার তাপমাত্রা সেন্সরের মাধ্যমে

রেকর্ড করা হয়। এরপর, তাপমাত্রা নিজের সীমা অতিক্রম করলে সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেমের দ্বারা সতর্ক বার্তা প্রেরণ হয়। যে কোনও ত্রুটি আগে থেকে চিহ্নিত করতে পারলে সময় অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির

সুবিধা হয়, ফলে ট্রেনের সুরক্ষা উন্নত হয় এবং যে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার আশঙ্কা হ্রাস পায়। এটিইএস ওয়্যগনের কোচ নম্বরও চিহ্নিত করতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে ট্রেনের সময়সূচি

ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কোচ নম্বর চিহ্নিতকরণ আলোর নথ্যের সাথে সংক করা যেতে পারে, যার ফলে আরও বেশি বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। ট্রেনের দরজা বন্ধ

The diagram illustrates the Automatic Train Examination System. It features a central 'INTELLIGENT FIELD DATA PROCESSING UNIT' connected to various sensors and data storage solutions. Sensors include 'IR Sensor-LH', 'IR Sensor-RH', 'RS-LH CAMERA', 'RS-RH CAMERA', 'COACH-LH CAMERA', and 'COACH-RH CAMERA'. Data is stored in 'STORAGE SOLUTIONS' and displayed on 'DISPLAY RESULTS'. The system also includes 'SPECIALIZED IMAGE PROCESSING HARDWARE' and 'MACHINE VISION SOFTWARE'. Proximity sensors (Proximity sensor 1 and Proximity sensor 2) are also shown.

রয়েছে, না খোলা রয়েছে অথবা সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটিইএস পরীক্ষা করতে পারে।

রিয়াল-টাইম ভিত্তিক দরজার অবস্থা পরীক্ষা করে সিস্টেমটি সম্ভাব্য বিপদ ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ট্রেন চালক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের সতর্ক করে দিতে পারে, সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে এবং পরিষেবার বাধা প্রতিরোধ করতে পারে। এটিইএস বর্তমানে পর্যবেক্ষণ পর্দায় রয়েছে এবং কর্মপদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে আরও সংশোধন করা হবে।

উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা ও কম খরচের পাশাপাশি ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা উন্নত করতে এই রোলিং স্টক হেল্প মনিটরিং লাভজনক হবে। একবার সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষম হয়ে উঠলে এই সিস্টেমটি ট্রেনের সম্ভাব্য বিপদ বহু পরিমাণে হ্রাস করবে।

Name Change I, Jayied Gazi (old name) son of Md Rafique Gazi residing at Panchur Mondal Para, Maheshtala, P.S.- Rabindranagar, Diamond Harbour, Pin: 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Zayed Gazi (new name) as declared before the Notary Public City Court at Kolkata on 03/09/2024. Jayied Gazi (old name) and Md Zayed Gazi (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, Fulsuari Bibi (Old Name) W/o Majmal Sk Residing at Dendari, P.S.- Ramnagar, East Medinipur-721446 shall henceforth be known as Fulsari Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-09-2024. My minor son Sahil Sheikh (Old Name) and Sk Sahil (New Name) both are same and one identical person.
Name Change I, Md Rafik Gazi (old name) son of Late Abdur Noor Gazi residing at Panchur Mondal Para, Maheshtala, P.S.- Rabindranagar, Diamond Harbour, Pin: 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Rafique Gazi (new name) as declared before the Notary Public City Court at Kolkata on 03/09/2024. Md Rafik Gazi (old name) and Md Rafique Gazi (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, Sheikh Majmal (Old Name) S/o Samsuddin Sk Residing at Dendari, P.S.- Ramnagar, East Medinipur-721446 shall henceforth be known as Majmal Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-09-2024. Sheikh Majmal (Old Name) and Majmal Sk (New Name) both are same and one identical person.
Name Change I, GOPAL DAS/AS PER DRIVING LICENCE NO WB 01 1984 033 1663), SON OF LATE M DAS, RESIDING AT VILL & PO - PASH-PUR,HOOGHLY - 712408,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABAKUMAR DAS/AS PER ADHAR AND VOTER NO 9375 9473 5501 & AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLIKATA ON 05/09/2024.THAT GOPAL DAS AND NABAKUMAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	Name Change I,MINATI RISHI DAS, D/O BUDHYA DAS, RESIDING AT SHAHID DINESH SARANI RABINDRA NAGAR, KOLKATA -700065, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINATI DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/09/2024. THAT MINATI RISHI DAS AND MI-NATI DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

The Dy. C.E(E)&D, KMC invites item rate two bid system e-tender for following works :-

1. NIT No. : KMC/S_02/KGPS-34/24-25
Name of work : **Repairing including replacement of worn-out components of station distribution wiring system and improvement of station earthing system & lighting protection along with other allied works at Canal Road LS under Kudghat Unit / S&D Department.** Estimated Amount : **Open to be quoted by the participating party.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.** Period of Completion : **7 Days.** Last date & time of submission of bid : **14.09.2024 at 4 p.m.**

2. NIT No. : KMC/DR/PBPS/ELEC/06/24-25
Name of work : **Fabrication and erection of a new glow shine board along with its mechanical structure in place of damaged and broken one with other allied works at SWF station of PBPS(Dr.)/S&D.** Estimated Cost : **Rs.25,598.00.** Earnest Money : **Rs.5,200.00.** Period of Completion : **14 days.** Last date & time of submission of bid : **14.09.2024 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 at 4 p.m.** (for SI.No.1) and **07.09.2024 at 10 a.m.** (for SI.No.2). The website <https://wbtdenders.gov.in> (for SI.No.1 & 2).

529/24-25

একদিনে জোড়া সোনা, প্যারা-অলিম্পিকে ২৪ পদক জিতে ইতিহাস ভারতের



৫ সেপ্টেম্বর : মাঝে ঘণ্টা তিনেকের ব্যবধান ছিল, তার মধ্যেই ফের সোনা ভারতের ঝুলিতে এল। চলতি প্যারালিম্পিকে পঞ্চমবার ভারতকে সোনা এনে দিলেন প্যারা অ্যাথলিটরা। পুরুষদের ক্লাব শ্রোয়ের এফ ৫১ বিভাগে সোনা জিতলেন ধরমবীরা। ওই একই ইউভেন্টে রুপো জিতেছেন আরেক ভারতীয় প্রণব সুরমা। তবে

এই বিভাগের ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ভারতের অমিত কুমারকে। উল্লেখ্য, এদিনই তিরন্দাজিতে সোনা জিতেছেন ভারতের হরবিন্দর সিং। সোনা জয়ের পথটা মোটেই সুখকর ছিল না ধরমবীরের জন্য। প্রত্যেক অ্যাথলিটের জন্য বরাদ্দ থাকে ছটি শ্রো। কিন্তু প্রথম চারটিতেই ফাউল করে বসেন ভারতীয় অ্যাথলিটা তবে

নিজের পঞ্চম শ্রোতেই বাজিমাত। ৩৪.৯২ মিটার দূরে ছোড়েন তিনি। ওই শ্রোতেই সোনা নিশ্চিত হয়। কেবল সোনা জেতা নয়, এদিন এশিয়ান রেকর্ডও গড়েছেন ধরমবীরা। উল্লেখ্য, গত দুই প্যারালিম্পিকে অংশ নিলেও পদক জিততে পারেননি ধরমবীরা। এবার একেবারে সোনার পদক জিতে নিলেন প্যারালিম্পিকের মঞ্চ থেকে। একই ইভেন্ট থেকে রুপো পেয়েছেন ভারতের প্রণব সুরমা। এশিয়ান প্যারা গেমসে সোনার পদক জিতেছিলেন এই ভারতীয় অ্যাথলিট। নিজের প্রথম শ্রোতেই ৩৪.৫৯ মিটার ছোড়েন প্রবেই। তার পরে সঠিক শ্রো করলেও এই দূরত্বের বেশি অতিক্রম করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত রুপোর পদক ঝুলেছে তাঁর গলায়। তবে ক্লাব শ্রোর ফাইনালে উঠেও একেবারে শেষ স্থান পেয়েছেন ভারতের আরেক অ্যাথলিট অমিত কুমার। এই ইউভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জেলেকো দিমিত্রিজেভিচ।

ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সর্বোচ্চ করদাতা বিরাট কোহলি



৫ সেপ্টেম্বর : দেশের ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর দিয়েছেন বিরাট কোহলি। বিশেষ সূত্রে এমএনটাই জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গত অর্ধবর্ষে পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি কর দিয়েছেন তারকা ক্রিকেটার। কিং কোহলি ছাড়াও সর্বোচ্চ করদাতাদের তালিকায় রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, শচীন তেণ্ডুলকরের মতো তারকারাও। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে সেলিব্রিটি করদাতাদের তালিকা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিরাট অক্ষর আয়কর দিয়েছেন দেশের তারকারা। সেই তালিকায় মূলত জায়গা করে নিয়েছেন ক্রিকেটার এবং অভিনেতারা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের হিসাব অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি কর দিয়েছেন শাহরুখ খান। গত অর্ধবর্ষে ৯২ কোটি টাকা আয়কর দিয়েছেন তিনি। কিং খানের পরেই রয়েছেন তালিজা অভিনেতা খালাপতি বিজয়। তাঁর দেওয়া করের অঙ্ক ৮০ কোটি টাকা। তালিকায় তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে সলমান খান এবং অমিতাভ বচ্চন। তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। ক্রীড়াবিদদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ করদাতা। গত বছরে ৬৬ কোটি টাকা কর দিয়েছেন কিং কোহলি। সর্বোচ্চ করদাতাদের তালিকায় সপ্তম স্থানে মহেন্দ্র সিং ধোনি। তার দেওয়া করের পরিমাণ ৩৮ কোটি টাকা। নবম স্থানে শচীন তেণ্ডুলকর। তিনি ২৮ কোটি টাকা কর দিয়েছেন গত অর্ধবর্ষে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত

৫ সেপ্টেম্বর : সামনেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দামামা। আগামী বছর ‘হোম অফ ক্রিকেট’ লর্ডসে বসবে মেগা ফাইনালের এই আসর। আইসিসির ঘোষণার পর থেকেই চর্চা শুরু, লর্ডসে টেস্ট সেরার শিরোপা জিততে কোন দুই দল মুখোমুখি হতে চলেছে? তৃতীয়বার কি ফাইনালে যেতে পারে ভারত? টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের খেঁচাব কি আসবে এই দেশে? এই নিয়েই চলছে চর্চা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকা অনুযায়ী, আপাতত র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। ফলে ফের ফাইনালে খেলার সুযোগ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সামনে। গত দুবারই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলেছে ভারত। কিন্তু দুবারই পরাস্ত হতে হয়েছে। এবার সেই রেকর্ড ভাঙার অপেক্ষায় দেশবাসী। তবে ফাইনালে ওঠার আগে তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। ঘরের মাঠে বাংলাদেশে (দু’টি টেস্ট), নিউ জিল্যান্ড (তিনটি টেস্ট) ও বিদেশে অস্ট্রেলিয়ায় (পাঁচটি টেস্ট) বিরুদ্ধে খেলবে মেন ইন ব্লু। অজিদের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ নিঃসন্দেহে কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে ভারতের পক্ষে। সদ্য পাকিস্তানকে চুনকাম করে আসা বাংলাদেশও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে রোহিতদের জন্য। প্রতিপক্ষ হিসাবে সমীহ করতে হয় প্রথমবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী নিউজিল্যান্ডকেও। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, তিনটি সিরিজে ভালো পারফরম্যান্স করবে ভারত। সেম্ফক্রে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নামবেন রোহিত শর্মার। কারণ ভারতের ঝুলিতে সর্বাধিক ৮৫.০৯ শতাংশ পয়েন্ট যেতে পারে। তাহলে ভারতের প্রতিপক্ষ কে হবে? পয়েন্ট তালিকা অনুযায়ী, গত দুবারের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে একটি দলের মুখোমুখি হতে হবে ভারতকে। অর্থাৎ ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ের রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। আগামী দিনে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে অজিদের। সেখান থেকে সর্বাধিক ৭৬.৩২ শতাংশ পয়েন্ট পেতে পারেন প্যাট কামিন্সরা। ফাইনালে উঠতে পারে নিউজিল্যান্ডও। তিনটি সিরিজ থেকে সর্বোচ্চ ৭৮.৫৭ শতাংশ পয়েন্ট পেতে পারে ব্র্যাক ক্যাপসরা।

উয়েফা নেশন্স লিগ, শুরু হচ্ছে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই



৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে উয়েফা নেশন্স লিগ। প্রথম দিনই মাঠে গড়াচ্ছে পূর্ত্গাল-ক্রোয়েশিয়ার হাইডোল্টেজ ম্যাচ। উরুগুয়ে শনিবার ভারতীয় সময় ভোর পাড়ে ৫টায় প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। ভারতীয় সময় ভোর ৪.৩০ মিনিটে গড়াবে লড়াই। আজ বৃহস্পতিবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগে মাঠে নামবে পূর্ত্গাল ও স্পেন। ক্রিসিয়ানো রোনাল্ডোর প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া, ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে লড়বে সার্বিয়া। ম্যাচ দুটি ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে শুরু হবে। পূর্ত্গালের দ্বিতীয় ম্যাচ প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। স্পেন নামবে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে। ম্যাচ দুটি গড়াবে ভারতীয় সময় রবিবার রাত ১২.৩০ মিনিটে। সেপ্টেম্বর উইডোতে নেশন্স লিগে ফ্রান্স প্রথম ম্যাচ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে গড়াবে লড়াই। ফ্রান্স দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ৯ সেপ্টেম্বর। রাত ১২.৩০ মিনিটে, প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। একই সময়ে ইতালি মুখোমুখি হবে ইসরায়েলের। শনিবার ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে হাঙেরি মুখোমুখি হবে জার্মানিরা। দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। ডাচদের বিপক্ষে ম্যাচটি গড়াবে ১০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় ১২.৩০ মিনিটে। নেদারল্যান্ডস প্রথম ম্যাচ খেলবে বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনার বিপক্ষে। ম্যাচ গড়াবে ভারতীয় সময় শনিবার রাত ১২.৩০ মিনিটে।

সিপিএলে ছক্কা উৎসব, এক ম্যাচে ৪২ ছক্কার রেকর্ড

৫ সেপ্টেম্বর : ২০২৪ সালটা বোধ হয় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বছর, ছক্কার বছর। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস ও গায়ানা অ্যান্ডাম জায়ার্সের ম্যাচে হয়েছে ৪২টি ছক্কা, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। এ বছরের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচে সমান ৪২টি ছক্কা হয়েছিল। এক ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা ৩৮টি, যা সর্বশেষ আইপিএলে হয়েছে দুবার। অর্থাৎ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কার তালিকার প্রথম চারটি ম্যাচই হয়েছে এ বছর। সিপিএলে বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ওয়ার্নার পার্কে হওয়া সেন্ট কিটস-গায়ানা ম্যাচে ‘এক ইনিংসে সেরা’ শিরোনাম হেটমায়ার। গায়ানার এই ব্যাটসম্যান ৩৯ বলে করছেন ৯১ রান, যে ইনিংসে একটিও চার ছিল না, ছক্কা



মেয়েছেন। তাঁর বিপরীতী ইনিংসে ভর করে গায়ানা তোলে ২৬৬ রান। ১ রানের জন্য সিপিএলে সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড ছোয়া হয়নি তাদের। ২০১৯ সালে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স তুলেছিল ২৬৭ রান। পর্বতসম লক্ষ্য তাড়া করে নেমেও একপর্যায়ে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল স্বাগতিক সেন্ট কিটস।

শেষ পর্যন্ত তারা ২২৬ রানে অলআউট হয়। ছক্কা-উৎসবের ম্যাচটি ৪০ রানে জিতে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে যায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গায়ানা। আগে ব্যাটিং করা গায়ানা সব মিলিয়ে ছক্কা মারে ২৩টি। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা আসে রহমানউল্লাহ গুরবাজের ব্যাট থেকে। ৬৯ রানের ইনিংস খেলার পথে এই অফগান ওপেনার ছক্কা মারেন ৬টি। লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম ৯ ওভারে ১৬৯ রান তুলে ফেলে সেন্ট কিটস। ইনিংসে দশম ওভারে গায়ানা অধিনায়ক ইমরান তাহির কোনো রান না দিয়ে উইকেট নেন দুটি। তাতেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। শেষ পর্যন্ত সেন্ট কিটস গুটিয়ে যায় ২ ওভার বাকি থাকতে। সেন্ট কিটসের ব্যাটসম্যানরা ছক্কা মারেন ১৯টি, যার ৯টিই আসে ওপেনার আন্দ্রে ফ্রেকারের ব্যাট থেকে। তবে তাঁর ৩৬ বলে ৮১ রানের ইনিংসটি বৃথা গেছে।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ মোহনবাগান-মুম্বই সিটি এফসির মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নতুন মরশুম শুরু হওয়ার আগে

সিটি এফসি- এই দুই দলই লিগ শিল্ড ও কাপ জয়ের প্রবল দাবিদার ছিল। বাগান শিল্ডে নিজদের দখলে



হাতেগোনা কয়েক দিন বাকি রয়েছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উত্তেজনা দ্রুত বাড়ছে। ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট এবং আইএসএল কাপ বিজয়ী মুম্বই সিটি এফসির মধ্যে রোমাঞ্চকর ম্যাচ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত মরশুমে এই দু’টি দল দু’টি রোমাঞ্চকর ম্যাচে একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল। মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট, মুম্বই

রাখলেও ফাইনাল ম্যাচ জিতে আইএসএল কাপ নিজেদের নাম করে নিয়েছিল মুম্বই সিটি এফসি। গতবারের মতো এবারেও এই দুই দলের স্কোয়াড হেঁতিওয়াট। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিদেশি ফুটবলাররা ক্লাবে রয়েছেন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নতুন সংস্করণের প্রথম ম্যাচেই এই দুই দলের দৈরখের। বহুল প্রতীক্ষিত এই ম্যাচের টিকিট ইতিমধ্যে বিক্রি শুরু হয়েছে। অন্যান্যবারের মতো এবারেও বিভিন্ন দামের টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টিকিট কেটে নিতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে। কলকাতায় হাইডোল্টেজ ম্যাচকে কেন্দ্র করে ফুটবল প্রেমীদের চাহিদা সম সময় তৃপ্ত থাকে। ম্যাচের আগে হাতে এখনও অনেকটা সময় বাকি রয়েছে। দেরি না করে দ্রুত টিকিট কেটে নিতে পারেন। বৃহস্পতিবার বিকেলের আপডেট অনুযায়ী, সর্বনিম্ন ৫০ টাকা মূল্যের টিকিট এখনও বাকি রয়েছে। যারা কম খরচ করে ম্যাচ দেখতে চাইছেন, তাদের জন্য ৫০ টাকার টিকিট সবথেকে ভাল অপশন। টিকিট এখনও পাওয়া যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাওয়ার আগে টিকিট কেটে নিন। সদ্য ডুরান্ড ফাইনালে হেরেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু তাতে আইএসএলে এর কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই বিশ্বাস মোহনবাগান কোচ মোলিনার। আইএসএলের সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন চার ফুটবলারকে সঙ্গী করে। দিমিত্রি, কামিংস, সুহেল ভাট এবং আশিক কুরুনিয়ন সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন কোচের সঙ্গে। গত মরশুমে কিছুদিন খেলার পরেই জাতীয় দলের হয়ে মালয়েশিয়ায় খেলতে গিয়ে সেই যে চোট পান, আর ফিরতে পারেননি মরশুমে।

ব্যালন ডি’অরের দৌড়ে নেই দুই মহারথী মেসি-রোনাল্ডো

৫ সেপ্টেম্বর : গত ২০ বছর ধরে বিশ্ব ফুটবলকে শাসন করেছেন তাঁরা। দুই মহারথীর বৈরত দেখতে আজও মুগ্ধির থাকেন ফুটবলপ্রেমীরা। এবার কি সেই যুগের অবসান হতে চলেছে? সেরকমই ইঙ্গিত মিলল ব্যালন ডি’অর তালিকায়। কারণ লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাাই ব্যালন ডি’অরের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হল। অর্থাৎ ২০২৪ সালে সেরা ফুটবলারের শিরোপা উঠবে না এলএমটেন বা সিআরসেভেনের হাতে। ২০২৩ সালের ব্যালন ডি’অরের প্রাথমিক তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন রোনাল্ডো। সেবারই নজির গড়ে অষ্টমবার



বাদ দিয়েই ব্যালন ডি’অর প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হল। তাহলে কি বিশ্ব ফুটবলে শেষ মেসি-রোনাল্ডো যুগ? ইঙ্গিত মিলতেই মন খারাপের সুর ফুটবলপ্রেমীদের মনে। দুই

তারকাই এখনও সমানতালে খেলে চলেছেন নিজেদের ক্লাবে। যদিও ইউরো কাপ থেকে অবসর নিয়ে ফেলেনে রোনাল্ডো। তবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে চলতি বছরেও কোপা আমেরিকা জিতেছেন মেসি। উল্লেখ্য, ২০০৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রত্যেকবার ব্যালন ডি’অরের মনোনয়ন পেয়েছেন রোনাল্ডো। তার মধ্যে পাঁচবার জিতেছেন। অন্যদিকে ২০০৬ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মনোনয়ন ছিল মেসির। তাঁর দখলে রয়েছে ৮টি ব্যালন ডি’অর। গত ২০ বছরে এই প্রথমবার দুই মহাতারকাকে বাদ দিয়েই প্রকাশিত হল ব্যালন ডি’অরের প্রাথমিক তালিকা।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বঃ আজ চিলি ম্যাচ, দর্শকদের সতর্ক করল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

বুয়েনস এইরেস, ৫ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে আগামীকাল (শুক্রবার) অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে। প্রতিপক্ষ পয়েন্ট তালিকায় ৮ নম্বরে থাকা চিলি। সেই ম্যাচের আগে দর্শকরা যাতে মাঠে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার না করে তার জন্য জানিয়ে রাখল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। কারণ এএফএ মতে, এই ধরনের খারাপ কাণ্ড দর্শকরা



সতর্কতা দেখাটির ফুটবল অভিব্যবক সংস্থার। চিলির ম্যাচে যদি কোনও বাজে স্লোগান আর্জেন্টাইন দর্শকদের কাছ থেকে শোনা যায়, তাহলে বুয়েনস এইরেসে আগামী ১৫

অক্টোবর বলিভিয়ার সঙ্গে যে ম্যাচ হবে তাতে শান্তি দেওয়া হতে পারে আর্জেন্টিনাকে। আসলে গত জুনে কলম্বিয়ার বিপক্ষে কোপা আমেরিকা ফাইনাল জয়ের পর এনাসো ফের্নান্দেসের একটি ভিডিও নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল শোনা ফুটবল বিশ্ব। যেখানে শোনা গিয়েছিল, ফ্রান্সের আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের বর্ণবাদী মন্তব্য করছেন তরুণ মিডফিল্ডার। এই ব্যাপারটা মনে রেখে তাই আগেভাগে সতর্ক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

টিম ইন্ডিয়ায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে আকাশ

৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ দিন পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ফিরলেন আকাশ দীপ। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন মাঠের বাইরে। দলীপ ট্রফির মাধ্যমে আবার নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া আকাশ দীপ। ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র ম্যাচ খেলেছেন। আগামী দিনে দেশের হয়ে আরও ম্যাচ খেলাই তাঁর লক্ষ্য। দলীপ ট্রফির টিম ‘এ’ দলের অংশ আকাশ। টিম ‘বি’ বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ম্যাচে খেলছেন। তার আগে প্রকাশ্যে এসেছে উদীয়মান এই পেস বোলারের একটি সাক্ষাৎকার। ভারতের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলার পর সাময়িকভাবে প্রচারের আলোকের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এরপর দলীপ ট্রফিতে নিজে ছাপ রাখার চেষ্টা। টেস্ট ক্রিকেট ও দিলীপ ট্রফির মাঝের কিছুটা সময় আকাশের জন্য বেশ কঠিন ছিল।



এক সাক্ষাৎকারে আকাশ দীপ জানিয়েছেন, ‘জুন মাসে বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগের খেলার পর থেকে আমি কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে অংশ নিতে পারিনি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিন সপ্তাহ পুরোপুরি শয্যাশায়ী ছিলাম। সুস্থ হয়ে যখন মাঠে নামলাম তখন বুঝতে পারলাম নিজেদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার।’ এই বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাচি টেস্টে ভারতের হয়ে ডেবিউ ক্যাপ পেয়েছিলেন আকাশ। আগামী দিনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলে ভারত। এই সিরিজে সুযোগ পাওয়ার জন্য অনেক তারকা চেষ্টা করবেন। আকাশকেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য এখন সেরা উপায় ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম করা। দলীপ ট্রফিতে ভাল কিছু করে দেখাতে পারলে আকাশের সামনে ফের খুলে যেতে পারে জাতীয় শিবিরে প্রবেশ করার দরজা। ভারতের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলেও আকাশ বলেছেন, ‘সুযোগ পেয়েছি নিজের সেরাটা দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু এটাও বিশ্বাস করি যে আমি এখনও পর্যন্ত খুব বেশি কিছু অর্জন করতে পারিনি। শেখার কোনো বয়স নেই। যেদিন মনে হবে সব পেয়েছি, সেদিন আমার শেখার থিও আর থাকবে না।’

টেস্ট টিমে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে ঋষভের

মুম্বাই, ৫ সেপ্টেম্বর : গাড়ি দুর্ঘটনার জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। আইপিএলে ফেরার পর জাতীয় দলেও ফিরেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। এবার টেস্ট দলেও প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে ঋষভ পন্থের। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামবে ভারত। প্রথম টেস্ট চেন্নাইয়ে। দ্বিতীয় টেস্ট কানপুরে। যা খবর, তাতে আগামী সপ্তাহেই বাংলাদেশ সিরিজের জন্য ভারতীয় টেস্ট টিম নির্বাচন হবে। বৃহস্পতিবার থেকে দলীপ ট্রফি শুরু হয়। যেখানে জাতীয় দলের একাধিক তারকা ক্রিকেটাররা খেলছেন। দলীপের প্রথম রাউন্ডের পর টেস্ট টিমে নির্বাচন জানা গিয়েছে, তাতে টেস্টে আবার ফিরছেন ঋষভ। তাই তাঁকে দলীপে দেখে নেওয়া হচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে গ্রুব জুরেল ঘরের মাঠে দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন। ঋষভের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটকারি হিসেবে জুয়েলকে যে রাখা হবে, সেটা বলে দেওয়াই যায়। টেস্ট টিম থেকে বাদ পড়তে চলেছেন শ্রীকর ভরত।



এর বাইরে অবশ্য তেমন কোনও চমক থাকবে না বলেই শোনা গেল। যশবী জয়সওয়াল থেকে শুরু করে সরফাজ খান প্রত্যেকেই টিমে থাকবেন। তবে এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে লোকেশ রাহুলের টেস্ট টিমে থাকার সম্ভাবনা লম্বা। তেমনই বাংলাদেশ সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে জশপ্রীত বুমরাহকে। বাংলাদেশের পর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ রয়েছে। তারপর লন্ডা অস্ট্রেলিয়া সফর। সেখান গিয়ে পাঁচ টেস্ট খেলতে হবে রোহিত শর্মাদের। সেই কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া ভাবনা রয়েছে। টেস্ট টিমে চলে আসতে পারেন অশলীপ সিং। এছাড়া মহম্মদ সিরাজ থাকবেন। বাংলার মুকেশ কুমার আর আকাশদীপেরও বাংলাদেশ সিরিজের টিমে থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

তিরন্দাজিতে নজির গড়ে সোনা হরবিন্দরের

৫ সেপ্টেম্বর : দিনের শুরুটা হয়েছিল রুপোর পদক দিয়ে। বুধবারে প্যারালিম্পিকে ভারতের অভিয়ান শেষে সোনার পদক এল ভারতের ঘরে। পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ড ওপেনে সোনা জিতলেন ভারতের হরবিন্দর সিং। তাঁর হাত ভারতের চলতি প্যারালিম্পিকে ভারতের ২২তম পদক এল। উল্লেখ্য, পদক সংখ্যার নিরিখে টোকিও প্যারালিম্পিকে ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গিয়েছে চলতি প্যারিস প্যারালিম্পিক। বুধবার দিনের শুরু থেকেই একের পর এক রাউন্ডে প্রতিদ্বন্দিতা করতে করতে হয়েছে ভারতীয় তিরন্দাজকে। র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে নবম স্থানে শেষ করেছিলেন। তার পর কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়ার হেঙ্কর জুলিয়ে রানিরেজকে সহজই হারিয়ে দেন হরবিন্দর। সেমিফাইনালে অবশ্য তাঁকে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দেন ইরানের তিরন্দাজ মহম্মদ রিজা আরব আমেরি। শেষ চারের লাইগে প্রথম দুটি সেটে হেরেই যান হরবিন্দর। তবে সেখান থেকে দুরন্ত কামব্যাক। টানা তিনটি সেট জিতে নেন। ইরানের প্রতিপক্ষকে ৬-৪ ফলে হারিয়ে জয়গাপ করে নেন ফাইনালে। চলতি প্যারালিম্পিকে আরও একটি পদক নিশ্চিত হয় হরবিন্দরের হাত ধরে।



টোকিও প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন হরবিন্দর। তবে চার বছর পরে প্যারিসে এসে নিজের পদকের রং আরও উন্নত করে নিলেন ভারতীয় তিরন্দাজ। প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসাবে প্যারালিম্পিক থেকে সোনার পদক নিয়ে ফিরছেন তিনি। সোনার পদকের লাইগে হরবিন্দরের প্রতিপক্ষ ছিলেন পোল্যান্ডের লুকাস সিজেক। তবে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি হরবিন্দর। টানা তিন সেট জিতে তিনি গলায় ঝুলিয়ে নিলেন সোনার পদক। পরপর দুই প্যারালিম্পিকে পদক জেতার নজিরও গড়লেন।

দিলীপ ট্রফির খেলায় দলকে টেনে তুললেন অক্ষর

৫ সেপ্টেম্বর : দিলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ডে ভারত ‘সি’ বনাম ভারত ‘ডি’ ম্যাচ খেলা হচ্ছে। অনন্তপুরে চলা এই ম্যাচে ভারত ‘ডি’ প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিল। ভারত ‘সি’ অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় টস জিতে ভারত ডি-কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ৪৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ইনিংস শুরু করেছিল ভারত ডি দ্রুত উইকেট হারানো ব্যাটারদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন শ্রেয়াস আইয়ার, দেবদত্ত পাড়িক্কলের মতো তারকা ক্রিকেটাররা। ব্যতিক্রম কেবল অক্ষর প্যাটেল। এরপরই ফ্রিজে এসে অক্ষর প্যাটেল প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে অন্যতম নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার হিসেবে গণ্য করা হয়। অক্ষর ১১৮ বলে ৮৬ রান করেন। তার ইনিংসের ভিত্তিতে ভারত ডি-র স্কোর ১৬৪ রানে পৌঁছায়।

সেপ্টেম্বর সংখ্যা

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ ● দশম সংখ্যা ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ভাইরাল ফিবর

সুচিকিৎসা এখন জনসচেতন পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন